১. শিক্ষাজীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব

প্রশ্ন: শিক্ষাজীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাকিব ও সুমনের মধ্যে সংলাপ

রাকিব : কেমন আছ, সুমন? আজকাল তোমাকে বেশ ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

সুমন : ভালো আছি। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের দৈনন্দিন জীবনটাকেও একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

রাকিব : হঠাৎ জীবন গুছিয়ে নেওয়ার কথা বলছ কেন?

সুমন : বুঝতে পেরেছি, নিয়ম মেনে না চললে ভালোভাবে পড়াশোনা করা কঠিন। সময়মতো ঘুম, পড়াশোনা, খাওয়া ও বিশ্রাম—সবকিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা থাকা দরকার।

রাকিব : তুমি ঠিক বলেছ। শৃঙ্খলা আসলে শিক্ষাজীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

সুমন : কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, স্বাধীনভাবে চলাই ভালো। তারা নিয়মকানুনকে বাড়তি চাপ মনে করে।

রাকিব : স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক বিষয় নয়। নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ম মেনে চলাই প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচয়।

সুমন : শিক্ষাজীবনে শৃঙ্খলা বলতে মূলত কী কী বোঝায়?

রাকিব : সময়মতো কলেজে যাওয়া, নিয়মিত পড়াশোনা করা, শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলা, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন না করা এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

সুমন : শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রেই কি শৃঙ্খলা প্রয়োজন?

রাকিব : না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। একজন শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন মানুষ সময়ের মূল্য বোঝে এবং কাজের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে।

সুমন : তাহলে বলা যায়, শৃঙ্খলা ভালো ফলাফলের পাশাপাশি ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে তোলে।

রাকিব : অবশ্যই। শৃঙ্খলা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা শেখায়।

সুমন : কিন্তু আমরা অনেক সময় পড়ার সময় মোবাইল ব্যবহার করি, সময় নষ্ট করি। এটাও তো শৃঙ্খলার অভাব।

রাকিব : ঠিক বলেছ। সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিনোদন থেকে বিরত থাকাও শৃঙ্খলার অংশ।

সুমন : তাহলে আজ থেকে আমি একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলার চেষ্টা করব।

রাকিব : আমিও তোমার সঙ্গে একমত। শিক্ষাজীবনে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনও সুন্দর হবে।

২. শিক্ষাজীবনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষাজীবনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও রাফির মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : রাফি, আজ তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। কোনো সমস্যা হয়েছে?

রাফি : না স্যার, বিশেষ কোনো সমস্যা হয়নি। তবে আমাদের শিক্ষাজীবনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবছিলাম।

শিক্ষক : খুব ভালো বিষয় নিয়ে ভাবছ। বলো তো, নৈতিক শিক্ষা বলতে তুমি কী বোঝ?

রাফি : স্যার, ভালো–মন্দের পার্থক্য বোঝা, সত্য কথা বলা, অন্যের অধিকারকে সম্মান করা এবং নিজের দায়িত্ব পালন করাই নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করি।

শিক্ষক : তোমার ধারণা যথার্থ। শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান অর্জন করলেই কি একজন মানুষ আদর্শ মানুষ হতে পারে?

রাফি : না স্যার। জ্ঞান থাকলেও নৈতিকতা না থাকলে সেই জ্ঞান সমাজের কল্যাণে কাজে নাও লাগতে পারে।

শিক্ষক : একদম ঠিক। একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি সৎ, দায়িত্বশীল ও মানবিক হতে হবে।

রাফি : স্যার, পরিবার কি নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

শিক্ষক : অবশ্যই। শিশুর নৈতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ পরিবার থেকেই শুরু হয়। বাবা–মায়ের আচরণও সন্তানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

রাফি : আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

শিক্ষক : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সততা, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দিতে পারে।

রাফি : বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও তো শিক্ষার্থীদের আচরণে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষক : ঠিক বলেছ। তাই অনলাইনে কী দেখা বা কী প্রচার করা উচিত, সে বিষয়েও নৈতিক সচেতনতা প্রয়োজন।

রাফি : স্যার, পরীক্ষায় নকল না করা বা অন্যের লেখা কপি না করাও কি নৈতিক শিক্ষার অংশ?

শিক্ষক : অবশ্যই। সততা ছোট–বড় সব ক্ষেত্রেই অনুসরণ করতে হয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে ভালো ফল করলেও প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয় না।

রাফি : আপনার কথা শুনে বুঝতে পারলাম, নৈতিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা আসে না।

শিক্ষক : ঠিক তাই। মনে রেখো, ভালো ফলাফল তোমাকে সফল করতে পারে, কিন্তু নৈতিকতা তোমাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

৩. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাবিল ও তানভীরের মধ্যে সংলাপ

নাবিল : তানভীর, তুমি কি আগামী সপ্তাহের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে?

তানভীর : অবশ্যই। আমি মনে করি, পড়াশোনার পাশাপাশি এসব কার্যক্রমেও অংশ নেওয়া দরকার।

নাবিল : কেন? এতে কি পড়াশোনার ক্ষতি হয় না?

তানভীর : সময় ঠিকভাবে ভাগ করতে পারলে বরং উপকার হয়। সহশিক্ষা কার্যক্রম আমাদের চিন্তা ও প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ায়।

নাবিল : কীভাবে সৃজনশীলতা বাড়ে?

তানভীর : বিতর্ক, আবৃত্তি, রচনা, বিজ্ঞানমেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিলে নতুনভাবে ভাবতে শেখা যায়।

নাবিল : তাহলে শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়?

তানভীর : না। বাস্তব জীবনের দক্ষতাও প্রয়োজন।

নাবিল : এসব কার্যক্রম কি আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়?

তানভীর : অবশ্যই। সবার সামনে কথা বলার অভ্যাস হলে জড়তা কমে যায়।

নাবিল : দলগত কাজের অভ্যাসও নিশ্চয় তৈরি হয়।

তানভীর : হ্যাঁ। অন্যের মতামতকে সম্মান করা এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়াও শেখা যায়।

নাবিল : তবে পড়াশোনার সময় যেন নষ্ট না হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

তানভীর : অবশ্যই। মূল পড়াশোনার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে এসব কার্যক্রমে অংশ নেওয়া উচিত।

নাবিল : তাহলে এবার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমরা দুজনই অংশ নিই।

তানভীর : চমৎকার। এতে অভিজ্ঞতাও হবে, সৃজনশীলতাও বাড়বে।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

৪. শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরিফ ও সজীবের মধ্যে সংলাপ

আরিফ : সজীব, তুমি কি মনে করো শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর হওয়া উচিত?

সজীব : অবশ্যই। তবে বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে শেখা উচিত।

আরিফ : স্বনির্ভরতা বলতে তুমি কী বোঝ?

সজীব : নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং অন্যের ওপর অযথা নির্ভর না করাকে স্বনির্ভরতা বলা যায়।

আরিফ : শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন কেন?

সজীব : এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং দায়িত্ববোধ তৈরি হয়।

আরিফ : পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কি এর প্রভাব আছে?

সজীব : অবশ্যই। নিজের পড়ার পরিকল্পনা নিজে করতে পারলে সময়ের সঠিক ব্যবহার হয়।

আরিফ : অনেকেই পরীক্ষার আগে সবকিছুর জন্য বন্ধু বা পরিবারের ওপর নির্ভর করে।

সজীব : এতে নিজের সক্ষমতা তৈরি হয় না। প্রয়োজন হলে সহযোগিতা নেওয়া ভালো, কিন্তু সব কাজ অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

আরিফ : ঘরের ছোটখাটো কাজ করাও কি এর অংশ?

সজীব : হ্যাঁ। নিজের বই-খাতা গুছিয়ে রাখা, সময় মেনে চলা এবং নিজের দায়িত্ব পালন করাও স্বনির্ভরতার শিক্ষা।

আরিফ : ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এর কী উপকার হবে?

সজীব : দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ কর্মক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আরিফ : তাহলে আজ থেকেই নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস করা উচিত।

সজীব : ঠিক বলেছ। স্বনির্ভরতার অভ্যাস শিক্ষাজীবন থেকেই গড়ে তুলতে হবে।

SINCE 1995 NABARUN PUBLICATION

৫. পরীক্ষায় নকলের কুফল

প্রশ্ন: পরীক্ষায় নকলের কুফল বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও মেহেদীর মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : মেহেদী, আজকের পরীক্ষায় তোমাকে কিছুটা অমনোযোগী মনে হলো। কী হয়েছে?

মেহেদী : স্যার, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মনে পড়ছিল না।

শিক্ষক : তাই বলে কি নকল করার কথা ভাবছিলে?

মেহেদী : না স্যার, তবে কয়েকজনকে নকল করতে দেখেছি।

শিক্ষক : নকল করে ভালো ফল করাকে কি তুমি সাফল্য মনে করো?

মেহেদী : না স্যার। এতে হয়তো নম্বর পাওয়া যায়, কিন্তু পকৃত জ্ঞান অর্জন হয় না।

শিক্ষক : ঠিক বলেছ। নকলের সবচেয়ে বড় ক্ষতি কী জানো?

মেহেদী : এতে নিজের ওপর বিশ্বাস কমে যায় এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও নষ্ট হতে পারে।

শিক্ষক : আরও একটি বিষয় আছে। নকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অসততার অভ্যাস তৈরি করে।

মেহেদী : স্যার, এতে পরীক্ষার পরিবেশও নষ্ট হয়।

শিক্ষক : অবশ্যই। অন্যরা অসৎ সুবিধা নিলে সৎ শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মেহেদী : তাহলে নকল বন্ধ করতে কী করা উচিত?

শিক্ষক : শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়তে হবে এবং শিক্ষকদেরও নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ও ন্যায়সংগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

মেহেদী : অভিভাবকদেরও কি এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার?

শিক্ষক : অবশ্যই। শুধু বেশি নম্বরের জন্য চাপ না দিয়ে সন্তানকে সৎভাবে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করতে হবে।

মেহেদী : বুঝতে পেরেছি স্যার। নিজের যোগ্যতায় পাওয়া কম নম্বরও নকল করে পাওয়া বেশি নম্বরের চেয়ে সম্মানের।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

শিক্ষক : খুব ভালো কথা। মনে রেখো, পরীক্ষার উদ্দেশ্য শুধু নম্বর নয়, নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা।

৬. নোট ও গাইডনির্ভরতার পরিবর্তে মূল বই পড়ার গুরুত্ব

প্রশ্ন: নোট ও গাইডনির্ভরতার পরিবর্তে মূল বই পড়ার গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

ফাহিম ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

ফাহিম : রাকিব, তুমি কি পরীক্ষার জন্য শুধু গাইড বই পড়ছ?

রাকিব : হ্যাঁ, সময় কম। তাই গাইডেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেখছি।

ফাহিম : গাইড সহায়ক হতে পারে, কিন্তু মূল বই পড়া কি বেশি জরুরি নয়?

রাকিব : কেন বলছ?

ফাহিম : মূল বই পড়লে বিষয়টি বুঝে শেখা যায়। শুধু উত্তর মুখস্থ করলে নতুন প্রশ্ন এলে সমস্যা হয়।

রাকিব : কথাটা ঠিক। গত পরীক্ষায় আমি মুখস্থ উত্তর লিখে কয়েকটি প্রশ্নে ভুল করেছিলাম।

ফাহিম : এটাই সমস্যা। গাইডের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা চিন্তাশক্তি কমিয়ে দিতে পারে।

রাকিব : তাহলে গাইড একেবারেই পড়ব না?

ফাহিম : না, প্রয়োজন হলে সহায়ক হিসেবে পড়বে। তবে মূল ধারণা নিতে হবে পাঠ্যবই থেকে।

রাকিব : শিক্ষক যে বিষয়গুলো ক্লাসে বুঝিয়েছেন, সেগুলোও পুনরায় পড়া দরকার।

ফাহিম : অবশ্যই। নিজের ভাষায় বিষয়টি বুঝে নিতে পারলে পরীক্ষায় উত্তর লেখা সহজ হয়।

রাকিব : আর মূল বই পড়লে অতিরিক্ত তথ্যও জানা যায়।

ফাহিম : হ্যাঁ, এতে বিষয় সম্পর্কে গভীর ধারণা তৈরি হয়।

রাকিব : তাহলে আজ থেকে আগে মূল বই শেষ করব, পরে প্রয়োজনমতো গাইড দেখব।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

ফাহিম : এটাই ভালো পদ্ধতি।

রাকিব : ধন্যবাদ বন্ধু। তোমার পরামর্শটি কাজে লাগবে।

৭. শিক্ষার্থীদের পাঠাগারমুখী করার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের পাঠাগারমুখী করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সুমন ও নাঈমের মধ্যে সংলাপ

সুমন : নাঈম, তুমি কি আমাদের কলেজের পাঠাগারে নিয়মিত যাও?

নাঈম : আগে যেতাম না। এখন সপ্তাহে অন্তত দুদিন যাওয়ার চেষ্টা করি।

সুমন : হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন?

নাঈম : পাঠ্যবইয়ের বাইরে পড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছি।

সুমন : পাঠাগারে পড়লে কী ধরনের উপকার হয়?

নাঈম : বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া যায় এবং নতুন নতুন তথ্য জানা যায়।

সুমন : ইন্টারনেটে তো অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নাঈম : ঠিক, কিন্তু বই পড়লে মনোযোগ দিয়ে একটি বিষয় গভীরভাবে জানা যায়।

সুমন : পাঠাগারে কি শুধু পাঠ্যবই থাকে?

নাঈম : না। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবনীসহ নানা বিষয়ের বই থাকে।

সুমন : এতে নিশ্চয় ভাষাজ্ঞানও বাড়ে।

নাঈম : অবশ্যই। ভালো বই পড়লে শব্দভান্ডার ও লেখার দক্ষতা বাড়ে।

সুমন : তাহলে শিক্ষার্থীদের পাঠাগারমুখী করতে কী করা উচিত?

নাঈম : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠচক্র, বই আলোচনা ও পাঠাগারভিত্তিক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

সুমন : চলো, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রতি সপ্তাহে একটি বই পড়ি।

নাঈম : দারুণ পরিকল্পনা। এতে আমাদের জ্ঞানও বাড়বে, পড়ার অভ্যাসও তৈরি হবে।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্কচর্চার গুরুত্ব

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্কচর্চার গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

তৌহিদ ও ইমনের মধ্যে সংলাপ

তৌহিদ : ইমন, আগামী সপ্তাহের বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি কেমন চলছে?

ইমন : ভালোই চলছে। তবে যুক্তিগুলো আরও গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

তৌহিদ : বিতর্কচর্চা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো?

ইমন : খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে যুক্তি দিয়ে কথা বলা ও অন্যের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস হয়।

তৌহিদ : শুধু কথা বলার দক্ষতাই কি বাড়ে?

ইমন : না। কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও বাড়ে।

তৌহিদ : অনেক শিক্ষার্থী সবার সামনে কথা বলতে ভয় পায়।

ইমন : বিতর্কে অংশ নিলে সেই জড়তা অনেকটাই কমে যায়।

তৌহিদ : তবে বিতর্কে তো মতবিরোধ হয়। এতে কি বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে না?

ইমন : না, যদি আমরা ব্যক্তিকে নয়, যুক্তিকে মূল্য দিই।

তৌহিদ : অর্থাৎ মতের বিরোধ থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ থাকা উচিত নয়।

ইমন : ঠিক তাই। ভিন্নমতকে সম্মান করাও বিতর্কচর্চার একটি বড় শিক্ষা।

তৌহিদ : ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও এর উপকার হবে নিশ্চয়।

ইমন : অবশ্যই। সভা, সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করবে।

তৌহিদ : তাহলে আমাদের কলেজে নিয়মিত বিতর্কচর্চার ব্যবস্থা করা উচিত।

ইমন : আমি একমত। আজকের প্রস্তুতি শুরু করি, তাহলে প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারব।

৯. শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও রাফির মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : রাফি, বিজ্ঞান বিষয়ে তোমার আগ্রহ কেমন?

রাফি : স্যার, বিজ্ঞান পড়তে ভালো লাগে। তবে অনেক সময় বিষয়গুলো শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ি।

শিক্ষক : শুধু পরীক্ষার জন্য পড়লে বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যায় না।

রাফি : স্যার, বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া বলতে কী বোঝায়?

শিক্ষক : যুক্তি, প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিচার করার মানসিকতাই বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

রাফি : অর্থাৎ কোনো কথা শুনেই বিশ্বাস না করে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে?

শিক্ষক : ঠিক তাই। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকার জন্যও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রয়োজন।

রাফি : এতে কি দৈনন্দিন জীবনেও উপকার পাওয়া যায়?

শিক্ষক : অবশ্যই। স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি–সব ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রয়োজন।

রাফি : আমরা কীভাবে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারি?

শিক্ষক : বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়বে, পরীক্ষা–নিরীক্ষা করবে এবং কোনো তথ্য গ্রহণের আগে নির্ভরযোগ্য উৎস যাচাই করবে।

রাফি : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কি এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা আছে?

শিক্ষক : অবশ্যই। বিজ্ঞানমেলা, প্রদর্শনী ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানো যায়।

রাফি : তাহলে বিজ্ঞানমনস্কতা শুধু বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নয়।

শিক্ষক : একদম ঠিক। প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যেই যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু মন গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

রাফি : বুঝতে পেরেছি স্যার। আমি এখন থেকে তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করার অভ্যাস করব।

শিক্ষক : খুব ভালো। যুক্তিনির্ভর চিন্তাই তোমাকে দায়িত্বশীল ও সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

১০. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব

প্রশ্ন: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সজীব ও নাঈমের মধ্যে সংলাপ

সজীব : নাঈম, তুমি কি মনে করো শুধু সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট?

নাঈম : না। বর্তমান সময়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

সজীব : কারিগরি শিক্ষা বলতে কী বোঝ?

নাঈম : নির্দিষ্ট কাজ বা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষা বলা যায়।

সজীব : এর সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?

নাঈম : শিক্ষার্থীরা হাতে–কলমে কাজ শেখে এবং কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

সজীব : এতে কি বেকারত্ব কমানো সম্ভব?

নাঈম : অবশ্যই। দক্ষ জনশক্তির চাহিদা সব সময়ই থাকে।

সজীব : অনেকে আবার কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কম মর্যাদার মনে করে।

নাঈম : এটি ভুল ধারণা। দেশের উন্নয়নে দক্ষ কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজন অপরিসীম।

সজীব : কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে কি উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগও আছে?

নাঈম : হ্যাঁ। নানা ধরনের দক্ষতা অর্জন করে নিজের উদ্যোগে কাজ শুরু করা যায়।

সজীব : তাহলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে কী করা উচিত?

নাঈম : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক শিক্ষা ও কর্মমুখী কোর্সের সুযোগ বাড়াতে হবে।

সজীব : তাহলে কারিগরি শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও ভূমিকা রাখে।

নাঈম : ঠিক তাই। দক্ষ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই দেশের উন্নয়নের অন্যতম শক্তি।

১১. সততার গুরুত্ব

প্রশ্ন: সততার গুরুত্ব বিষয়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

বাবা ও রিয়াদের মধ্যে সংলাপ

বাবা : রিয়াদ, আজ স্কুল থেকে ফেরার পথে তোমার হাতে একটি কলম দেখলাম। এটা কার?

রিয়াদ : বাবা, রাস্তায় পেয়েছি। কারও হারানো মনে হচ্ছে।

বাবা : তাহলে কী করবে?

রিয়াদ : মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

বাবা : খুব ভালো। কেন জানো?

রিয়াদ : অন্যের জিনিস নিজের করে নেওয়া ঠিক নয়।

বাবা : এটাই সততার শিক্ষা।

রিয়াদ : সততা কি শুধু অন্যের জিনিস ফেরত দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

বাবা : না। কথা, কাজ ও দায়িত্ব—সব ক্ষেত্রেই সততা প্রয়োজন।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

রিয়াদ : পরীক্ষায় নকল না করাও তাহলে সততার উদাহরণ।

বাবা : অবশ্যই। নিজের যোগ্যতায় অর্জিত ফলই প্রকৃত সাফল্য।

রিয়াদ : কখনো সত্য কথা বললে যদি সাময়িক অসুবিধা হয়?

বাবা : তবুও সত্যের পথেই থাকতে হবে। সাময়িক অসুবিধার চেয়ে চরিত্রের মূল্য অনেক বেশি।

রিয়াদ : সততা কি মানুষের প্রতি বিশ্বাসও বাড়ায়?

বাবা : অবশ্যই। সৎ মানুষকে সবাই বিশ্বাস ও সম্মান করে।

রিয়াদ : আমি বুঝেছি বাবা। জীবনের ছোট–বড় সব কাজে সততা বজায় রাখব।

বাবা : এই অভ্যাসই তোমাকে ভবিষ্যতে একজন ভালো ও সম্মানিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

১২. দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ব

প্রশ্ন: দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরমান ও সাকিবের মধ্যে সংলাপ

আরমান : সাকিব, দেশপ্রেম বলতে তুমি কী বোঝ?

সাকিব : দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের কল্যাণে নিজের দায়িত্ব পালন করাই দেশপ্রেমের অন্যতম প্রকাশ।

আরমান : শুধু জাতীয় দিবসে দেশকে স্মরণ করাই কি দেশপ্রেম?

সাকিব : না। প্রতিদিনের কাজেও দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়।

আরমান : কীভাবে?

সাকিব : আইন মেনে চলা, সরকারি সম্পদ রক্ষা করা এবং নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে।

আরমান : পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও কি নাগরিক দায়িত্ব?

সাকিব : অবশ্যই। নাগরিকদের সচেতন আচরণেই একটি সুন্দর দেশ গড়ে ওঠে।

আরমান : তরুণদের ভূমিকা কী হতে পারে?

সাকিব : তারা শিক্ষা অর্জন করে দক্ষ হতে পারে এবং সমাজের কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে পারে।

আরমান : কর প্রদানও কি নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?

সাকিব : প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য আইন অনুযায়ী কর প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আরমান : দেশের সমস্যা নিয়ে শুধু সমালোচনা না করে সমাধানে অংশ নেওয়া উচিত।

সাকিব : ঠিক বলেছ। দায়িত্বশীল নাগরিক সমস্যা সমাধানে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখে।

আরমান : তাহলে দেশপ্রেম আবেগের পাশাপাশি দায়িত্ববোধেরও বিষয়।

সাকিব : একদম ঠিক। দায়িত্বশীল নাগরিকরাই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে।

১৩. সামাজিক দায়িত্ব পালনে তরুণদের ভূমিকা

প্রশ্ন: সামাজিক দায়িত্ব পালনে তরুণদের ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও নাবিলের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : নাবিল, সমাজের প্রতি তরুণদের কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে করো?

নাবিল : অবশ্যই স্যার। তরুণরাই সমাজের বড় একটি শক্তি।

শিক্ষক : তারা কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে?

নাবিল : শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী ও জনসচেতনতামূলক কাজে অংশ নিতে পারে।

শিক্ষক : শিক্ষার্থীরা কি দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে?

নাবিল : হ্যাঁ স্যার। সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণ, তথ্য প্রচার ও স্বেচ্ছাসেবী কাজে অংশ নেওয়া যায়।

শিক্ষক : আর দৈনন্দিন জীবনে?

নাবিল : রাস্তা পরিষ্কার রাখা, বৃক্ষরোপণ, রক্তদানে উৎসাহ দেওয়া এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

শিক্ষক : তবে এসব কাজের পাশাপাশি পড়াশোনাও তো চালিয়ে যেতে হবে।

নাবিল : অবশ্যই। পড়াশোনা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।

শিক্ষক : তরুণদের নেতৃত্বের গুণ কীভাবে বাড়তে পারে?

নাবিল : দলগত কাজ ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাে- অংশ নিলে নেতৃত্ব ও যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ে।

শিক্ষক : সামাজিক কাজে অংশ নিলে ব্যক্তিগত কী উপকার হয়?

নাবিল : দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষক : তাহলে তরুণদের শুধু ভবিষ্যৎ নাগরিক নয়, বর্তমানের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবেও ভাবতে হবে।

নাবিল : ঠিক বলেছেন স্যার। আমরা নিজেরা সচেতন হলে অন্যদেরও সচেতন করতে পারব।

১৪. দুর্নীতির কুফল ও প্রতিরোধের উপায়

প্রশ্ন: দুর্নীতির কুফল ও প্রতিরোধের উপায় বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাকিব ও ফারহানের মধ্যে সংলাপ

রাকিব : ফারহান, দুর্নীতি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

ফারহান : দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বড় বাধা।

রাকিব : কেন একে এত ক্ষতিকর বলা হয়?

ফারহান : দুর্নীতির কারণে সরকারি সম্পদের অপচয় হয় এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাকিব : এর প্রভাব কি সাধারণ মানুষের ওপরও পড়ে?

NABARUN PUBLICATION

ফারহান : অবশ্যই। সেবাপ্রাপ্তিতে বৈষম্য ও নানা ধরনের অনিয়ম তৈরি হতে পারে।

রাকিব : দুর্নীতি প্রতিরোধে শুধু সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট কি?

ফারহান : না। নাগরিক, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

রাকিব : শিক্ষার্থীরা কী করতে পারে?

ফারহান : ছোটবেলা থেকেই সততা ও দায়িত্ববোধের চর্চা করতে পারে।

রাকিব : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো দরকার।

ফারহান : অবশ্যই। নৈতিক শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

রাকিব : দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগও সহজ হওয়া উচিত।

ফারহান : ঠিক বলেছ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়লে দুর্নীতির সুযোগ কমে।

রাকিব : তাহলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মানুষের মূল্যবোধও শক্তিশালী করতে হবে।

ফারহান : এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সততা ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠিত হলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

১৫. ঘুষের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ

প্রশ্ন: ঘুষের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ বিষয়ে দুই নাগরিকের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

করিম ও হাবিবের মধ্যে সংলাপ

করিম : হাবিব, ঘুষের বিষয়ে তোমার কী মত?

হাবিব : ঘুষ একটি অন্যায় ও ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা।

করিম : অনেকে বলে, ঘুষ না দিলে কাজ হয় না। এ ধারণা কি ঠিক?

হাবিব : এমন ধারণা সমাজে ঘুষকে স্বাভাবিক করে তোলে। অন্যায়কে স্বাভাবিক ভাবা উচিত নয়।

করিম : তাহলে ঘুষের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়?

হাবিব : আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন ও প্রতিবাদী হতে হবে।

করিম : প্রতিষ্ঠানগুলোর কী করা উচিত?

হাবিব : সেবাপ্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

করিম : ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে কি ঘুষের সুযোগ কমানো যায়?

হাবিব : অনেক ক্ষেত্রে যায়। সরাসরি যোগাযোগ ও অপ্রয়োজনীয় ধাপ কমলে স্বচ্ছতা বাড়ে।

করিম : সাধারণ নাগরিকেরও কি দায়িত্ব আছে?

হাবিব : অবশ্যই। ঘুষ না দেওয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ।

করিম : তবে মানুষকে আইনগত অধিকার সম্পর্কেও জানতে হবে।

হাবিব : ঠিক বলেছ। সচেতন নাগরিক অন্যায় দাবি মেনে নেওয়ার বদলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিকার চাইতে পারে।

করিম : তাহলে ঘুষ বন্ধ করতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান—দুই দিক থেকেই উদ্যোগ দরকার।

হাবিব : হ্যাঁ। সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধই ঘুষের সংস্কৃতি পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারে।

১৬. জনসেবায় দায়িত্বশীলতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: জনসেবায় দায়িত্বশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একজন কর্মকর্তা ও একজন নাগরিকের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

কর্মকর্তা ও একজন নাগরিকের মধ্যে সংলাপ

কর্মকর্তা : আপনার কী প্রয়োজন? কীভাবে সহযোগিতা করতে পারি?

নাগরিক : আমি একটি সরকারি সেবার জন্য আবেদন করতে এসেছি।

কর্মকর্তা : আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আছে তো?

নাগরিক : জি, নির্দেশনা অনুযায়ী সব কাগজপত্র এনেছি।

কর্মকর্তা : ভালো। নাগরিককে সঠিক তথ্য দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

NABARUN PUBLICATION

নাগরিক : জনসেবায় দায়িত্বশীলতা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

কর্মকর্তা : কারণ সরকারি সেবা মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

নাগরিক : সময়মতো সেবা না পেলে সাধারণ মানুষ অনেক সমস্যায় পড়ে।

কর্মকর্তা : ঠিক বলেছেন। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা উচিত।

নাগরিক : সেবার প্রক্রিয়া সহজ করাও কি দায়িত্বের অংশ?

কর্মকর্তা : অবশ্যই। অপ্রয়োজনীয় জটিলতা কমিয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

নাগরিক : নাগরিকদেরও কি কিছু দায়িত্ব আছে?

কর্মকর্তা : হ্যাঁ। সঠিক তথ্য দেওয়া, নিয়ম মেনে আবেদন করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া তাদের দায়িত্ব।

নাগরিক : তাহলে দায়িত্বশীল সেবা পেতে কর্মকর্তা ও নাগরিক–উভয়ের সহযোগিতা দরকার।

কর্মকর্তা : একদম ঠিক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা থাকলে জনসেবা আরও কার্যকর হয়।

নাগরিক : আপনার পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ।

কর্মকর্তা : আপনাকেও ধন্যবাদ। আমরা সবাই দায়িত্বশীল হলে সেবার মান আরও উন্নত হবে।

১৭. পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক সচেতনতা

প্রশ্ন: পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক সচেতনতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রনি ও তানভীরের মধ্যে সংলাপ

রনি : তানভীর, আমাদের কলেজের সামনের জায়গাটা আজ বেশ নোংরা দেখাচ্ছে।

তানভীর : হ্যাঁ। মানুষ যেখানে–সেখানে ময়লা ফেললে এমনটাই হয়।

রনি : শুধু পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর দায়িত্ব দিলেই কি হবে?

তানভীর : না। প্রত্যেক নাগরিকেরই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্ব আছে।

রনি : ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে ফেললে তো সমস্যাটা অনেকটাই কমে যায়।

তানভীর : অবশ্যই। ছোট অভ্যাস থেকেই বড় পরিবর্তন আসে।

রনি : প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহারও সমস্যা তৈরি করে।

তানভীর : ঠিক বলেছ। এগুলো যথেচ্ছ ফেলা হলে পরিবেশেরও ক্ষতি হয়।

রনি : কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা যেতে পারে।

তানভীর : হ্যাঁ। পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায়।

রনি : তবে শুধু এক দিনের অভিযান যথেষ্ট নয়।

তানভীর : ঠিক। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

রনি : পরিবার থেকেও কি এ শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত?

তানভীর : অবশ্যই। বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থল—সব জায়গায় একই অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।

রনি : চলো, আমরা আজ থেকেই বন্ধুদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক উদ্যোগ নিই।

তানভীর : চমৎকার। নিজেরা পরিচ্ছন্ন থাকব এবং অন্যদেরও সচেতন করব।

১৮. সামাজিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা

প্রশ্ন: সামাজিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

NABARUN PUBLICATION

সুমন ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

সুমন : রাকিব, একটি সমাজ সুন্দরভাবে চলার জন্য সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন বলে মনে করো?

রাকিব : পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

স্মন : সামাজিক সৌহার্দ্য বলতে কী বোঝ?

রাকিব : ভিন্ন মত ও পরিচয়ের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সম্পর্ককে সামাজিক সৌহার্দ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যায়।

সুমন : আমাদের সমাজে মতের পার্থক্য তো থাকবেই।

রাকিব : অবশ্যই। মতের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু তা যেন বিরোধে পরিণত না হয়।

সুমন : এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা কীভাবে সাহায্য করে?

রাকিব : অন্যের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনলে ভুল বোঝাবুঝি কমে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান পাওয়া যায়।

সুমন : দুর্যোগের সময় সহযোগিতার গুরুত্বও আমরা দেখি।

রাকিব : হ্যাঁ। বিপদের সময় মানুষ একে অন্যের পাশে দাঁড়ালে সামাজিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হয়।

সুমন : তরুণরা এ ক্ষেত্রে কী করতে পারে?

রাকিব : স্বেচ্ছাসেবী কাজ, সামাজিক উদ্যোগ ও জনসচেতনতামূলক কর্মকা- অংশ নিতে পারে।

সুমন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কি সৌহার্দ্যের চর্চা করা যায়?

রাকিব : অবশ্যই। দলগত কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্কের মাধ্যমে ভিনমতকে সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া যায়।

সুমন : তাহলে সৌহার্দ্য শুধু শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নয়, উন্নত সমাজ গঠনেরও ভিত্তি।

রাকিব : ঠিক বলেছ। সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকলে সমাজ আরও সুন্দর ও মানবিক হয়ে ওঠে।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

১৯. বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব

প্রশ্ন: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব বিষয়ে বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

বাবা ও অর্ণবের মধ্যে সংলাপ

বাবা : অর্ণব, আজ তোমার দাদুর সঙ্গে দেখা করেছিলে?

অর্ণব : জি বাবা। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।

বাবা : বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আমাদের কী ধরনের দায়িত্ব থাকা উচিত বলে মনে করো?

অর্ণব : তাঁদের সম্মান করা, প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করা এবং তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত।

বাবা : শুধু প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করলেই কি দায়িত্ব শেষ?

অর্ণব : না। নিয়মিত খোঁজ নেওয়া এবং তাঁদের একাকিত্ব দূর করাও আমাদের দায়িত্ব।

বাবা : ঠিক বলেছ। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

অর্ণব : তাঁদের সঙ্গে কথা বললে পারিবারিক ইতিহাস ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতাও জানা যায়।

বাবা : বয়োজ্যেষ্ঠদের মতের সঙ্গে সব সময় একমত হওয়া কি জরুরি?

অর্ণব : না। মতের পার্থক্য হতে পারে, তবে মত প্রকাশের সময় সম্মান বজায় রাখতে হবে।

বাবা : খুব সুন্দর বলেছ। সম্মান ও শিষ্টাচার মানুষের চরিত্রের পরিচয় দেয়।

অর্ণব : বর্তমানে ব্যস্ততার কারণে অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের যথেষ্ট সময় দিতে পারে না।

বাবা : তাই বলে তাঁদের প্রতি দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না।

অর্ণব : আমি চেষ্টা করব নিয়মিত দাদু-দাদির খোঁজ নিতে।

বাবা : এটি খুব ভালো অভ্যাস।

অর্ণব : বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অংশ।

২০. মানবিক মূল্যবোধ ও সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: মানবিক মূল্যবোধ ও সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সায়েম ও রিফাতের মধ্যে সংলাপ

সায়েম : রিফাত, মানবিক মূল্যবোধ বলতে তুমি কী বোঝ?

রিফাত : অন্যের সুখ–দুঃখ বোঝা, সম্মান করা এবং প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানো মানবিক মূল্যবোধের অংশ।

সায়েম : সহমর্মিতা কি এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

রিফাত : অবশ্যই। অন্যের অবস্থাকে অনুভব করার চেষ্টা করাই সহমর্মিতার মূল কথা।

সায়েম : সমাজে এর প্রয়োজন এত বেশি কেন?

রিফাত : সহমর্মিতা মানুষে মানুষে দূরত্ব কমায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ায়।

সায়েম : কোনো অসহায় মানুষকে সাহায্য করাও কি এর উদাহরণ?

রিফাত : হ্যাঁ। তবে সাহায্য করার সময় তার মর্যাদা ও সম্মানও রক্ষা করতে হবে।

সায়েম : শিক্ষার্থীরা কীভাবে মানবিক মূল্যবোধ চর্চা করতে পারে?

রিফাত : সহপাঠীর সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়ে, দুর্বল শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করে এবং সবার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করে।

সায়েম : অনলাইনে ভিন্নমতের মানুষের প্রতিও কি সহমর্মিতা প্রয়োজন?

রিফাত : অবশ্যই। মতের বিরোধ হলেও কাউকে অপমান করা উচিত নয়।

সায়েম : তাহলে মানবিক মূল্যবোধ শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়, সামাজিক সম্পদও।

রিফাত : ঠিক বলেছ। মানবিক মানুষই সুন্দর সমাজ গঠনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে।

সায়েম : আমাদের নিজেদের আচরণ থেকেই পরিবর্তন শুরু করা উচিত।

রিফাত : হ্যাঁ। ছোট ছোট মানবিক আচরণই একদিন বড় সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

২১. ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগ ও একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য

প্রশ্ন: ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগ ও একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

মাহিন ও তানভীরের মধ্যে সংলাপ

মাহিন : তানভীর, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

তানভীর : বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতি এই দিনকে মহিমান্বিত করেছে।

মাহিন : ভাষার জন্য আত্মত্যাগের ঘটনা আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

তানভীর : নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং অধিকার রক্ষার সাহসের শিক্ষা দেয়।

মাহিন : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দিনটির গুরুত্বও অনেক।

তানভীর : হ্যাঁ। এতে বাংলা ভাষার সংগ্রাম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

মাহিন : আমরা কীভাবে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি?

তানভীর : শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি পালন করার পাশাপাশি বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতে পারি।

মাহিন : শুধু আনুষ্ঠানিকতা কি যথেষ্ট?

তানভীর : না। ভাষার ইতিহাস জানা এবং মাতৃভাষার চর্চা করাও জরুরি।

মাহিন : বিদেশি ভাষা শেখার সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চা কি সাংঘর্ষিক?

তানভীর : একেবারেই নয়। অন্য ভাষা শেখা দরকার, তবে মাতৃভাষাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

মাহিন : তাহলে একুশ আমাদের ভাষার প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়।

তানভীর : ঠিক তাই। ভাষার মর্যাদা রক্ষা আমাদের সবার দায়িত্ব।

মাহিন : চলো, এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ভাষার ইতিহাস নিয়ে একটি আলোচনা করি।

তানভীর : চমৎকার। এতে নিজেদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

২২. বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও মিতুর মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : মিতু, তোমার আজকের লেখায় কয়েকটি ভাষাগত ভুল দেখলাম।

মিতু : স্যার, আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব কী?

শিক্ষক : শুদ্ধ ভাষা ভাবকে স্পষ্ট, সুন্দর ও সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

মিতু : কথ্য ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

শিক্ষক : অবশ্যই। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষার ধরন নির্বাচন করতে হয়।

মিতু : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষা কি লেখায় ব্যবহার করা উচিত?

শিক্ষক : অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তায় ভিন্ন রীতি থাকতে পারে, কিন্তু একাডেমিক ও আনুষ্ঠানিক লেখায় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

মিতু : শুদ্ধ বানান শেখার সহজ উপায় কী?

শিক্ষক : নিয়মিত ভালো বই পড়বে, অভিধান ব্যবহার করবে এবং নিজের লেখা যাচাই করবে।

মিতু : ব্যাকরণের জ্ঞানও কি প্রয়োজন?

শিক্ষক : অবশ্যই। ব্যাকরণ ভাষার সঠিক কাঠামো বুঝতে সাহায্য করে।

মিতু : শুদ্ধ ভাষা কি শুধু পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন?

শিক্ষক : না। শিক্ষা, কর্মজীবন ও সামাজিক যোগাযোগ—সব ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।

মিতু : তাহলে লেখার আগে শব্দ ও বাক্য গঠন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষক : ঠিক তাই। ভাষা যত সুশৃঙ্খল হবে, বক্তব্যও তত কার্যকর হবে।

মিতু : ধন্যবাদ স্যার। আজ থেকে নিজের লেখার ভুলগুলো খুঁজে সংশোধন করব।

শিক্ষক : খুব ভালো। নিয়মিত চর্চাই শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

২৩. বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাঈম ও রুবেলের মধ্যে সংলাপ

নাঈম : রুবেল, লোকসংস্কৃতি বলতে কী বোঝ?

রুবেল : একটি অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যবাহী গান, গল্প, নৃত্য, উৎসব, কারুশিল্প ও জীবনধারার নানা প্রকাশকে লোকসংস্কৃতির অংশ বলা যায়।

নাঈম : বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যও তো অনেক।

রুবেল : হ্যাঁ। বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

নাঈম : এগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি কেন?

রুবেল : কারণ এগুলো আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ।

নাঈম : আধুনিকতার কারণে কি লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে?

রুবেল : কিছু ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের চর্চার অভাবে হারিয়ে যেতে পারে।

নাঈম : তরুণরা কী করতে পারে?

রুবেল : লোকগান, লোকশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব সম্পর্কে জানা এবং সেগুলোর চর্চায় অংশ নেওয়া যায়।

নাঈম : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কি এ বিষয়ে আয়োজন করা যেতে পারে?

রুবেল : অবশ্যই। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শনী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

নাঈম : ডিজিটাল মাধ্যমও কাজে লাগানো সম্ভব।

রুবেল : হ্যাঁ। ছবি, ভিডিও ও তথ্য সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

নাঈম : তাহলে আধুনিক প্রযুক্তি লোকসংস্কৃতি রক্ষারও মাধ্যম হতে পারে।

রুবেল : ঠিক তাই। ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একসঙ্গে চলতে পারে।

২৪. বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার ও সংস্কৃতি

প্রশ্ন: বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার ও সংস্কৃতি বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শাওন ও ইমনের মধ্যে সংলাপ

শাওন : ইমন, আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

ইমন : বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি খুবই বৈচিত্র্যময়। অঞ্চলভেদে খাবারের ধরনেও পার্থক্য দেখা যায়।

শাওন : খাবারের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কী?

ইমন : উৎসব, পারিবারিক আয়োজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ খাবারের প্রচলন থাকে।

শাওন : পিঠা–পায়েসের মতো খাবারও তো আমাদের ঐতিহ্যের অংশ।

ইমন : হ্যাঁ। এগুলোর সঙ্গে গ্রামীণ জীবন ও ঋতুভিত্তিক সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে।

শাওন : আধুনিক খাবারের জনপ্রিয়তায় ঐতিহ্যবাহী খাবার কি হারিয়ে যেতে পারে?

ইমন : যদি নতুন প্রজন্ম এগুলোর চর্চা না করে, কিছু ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে পারে।

শাওন : তাহলে ঐতিহ্যবাহী খাবারকে জনপ্রিয় করার উপায় কী?

ইমন : পারিবারিকভাবে তৈরি করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা এবং দেশীয় খাবার নিয়ে আয়োজন করা যেতে পারে।

শাওন : এতে স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদেরও উপকার হতে পারে।

ইমন : অবশ্যই। দেশীয় উপকরণের চাহিদা বাড়লে স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হয়।

শাওন : তবে খাবারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কথাও মনে রাখতে হবে।

ইমন : ঠিক বলেছ। ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও জরুরি।

শাওন : আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে খাবারের এই সম্পর্ক সত্যিই আকর্ষণীয়।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

ইমন : হ্যাঁ। ঐতিহ্যকে জেনে ও স্বাস্থ্যকরভাবে চর্চা করাই সবচেয়ে ভালো।

২৫. দেশীয় পণ্যের ব্যবহার ও দেশীয় শিল্পের বিকাশ

প্রশ্ন: দেশীয় পণ্যের ব্যবহার ও দেশীয় শিল্পের বিকাশ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাকিব ও সাদমানের মধ্যে সংলাপ

রাকিব : সাদমান, তুমি কি কেনাকাটার সময় দেশীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দাও?

সাদমান : সুযোগ থাকলে অবশ্যই দিই।

রাকিব : দেশীয় পণ্য ব্যবহারের গুরুত্ব কী?

সাদমান : এতে স্থানীয় শিল্প ও উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হন এবং দেশের অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ বাড়ে।

রাকিব : দেশীয় পণ্যের মান কি সব সময় ভালো হয়?

সাদমান : সব পণ্যের মান এক নয়। তাই মান, দাম ও প্রয়োজন বিবেচনা করেই পণ্য বেছে নিতে হবে।

রাকিব : দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কী দরকার?

সাদমান : মান উন্নয়ন, আধুনিক নকশা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ দরকার।

রাকিব : তরুণ উদ্যোক্তারা এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

সাদমান : নতুন ধারণা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দেশীয় পণ্যের আধুনিক বাজার তৈরি করতে পারে।

রাকিব : অনলাইন বাজারও তো দেশীয় পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়িয়েছে।

সাদমান : হ্যাঁ। অনলাইনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্য সহজে ক্রেতার কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

রাকিব : তাহলে ভোক্তাদের সচেতনতাও গুরুত্বপূর্ণ।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

সাদমান : অবশ্যই। মানসম্মত দেশীয় পণ্য কিনলে উৎপাদকরা আরও ভালো পণ্য তৈরিতে উৎসাহিত হন।

রাকিব : দেশীয় শিল্পের উন্নতি হলে কর্মসংস্থানও বাড়তে পারে।

সাদমান : ঠিক তাই। দেশীয় পণ্যের প্রতি দায়িত্বশীল আগ্রহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

২৬. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তরুণ প্রজন্ম

প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তরুণ প্রজন্ম বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও আদিবের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : আদিব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে তুমি কী বোঝ?

আদিব : স্যার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে দেখি।

শিক্ষক : তরুণ প্রজন্মের জন্য এ চেতনা জানা কেন প্রয়োজন?

আদিব : নিজেদের ইতিহাস ও স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে এটি প্রয়োজন।

শিক্ষক : শুধু ইতিহাস জানা কি যথেষ্ট?

আদিব : না। দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণেও এর প্রতিফলন থাকা উচিত।

শিক্ষক : দেশের উন্নয়নে তরুণরা কী করতে পারে?

আদিব : জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে সৎভাবে কাজ করতে পারে এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে অংশ নিতে পারে।

শিক্ষক : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ভালো উপায় কী?

আদিব : বিশ্বস্ত বই, দলিল, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়।

শিক্ষক : ইতিহাসের তথ্য যাচাই করাও কি জরুরি?

আদিব : অবশ্যই। ইতিহাস সম্পর্কে ভুল তথ্য বা বিকৃত তথ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

শিক্ষক : তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম কীভাবে গড়ে উঠবে?

আদিব : দেশের ইতিহাস জানা, আইন মানা, মানুষের অধিকারকে সম্মান করা এবং দেশের কল্যাণে কাজ করার মাধ্যমে।

শিক্ষক : খুব ভালো। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

আদিব : জি স্যার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কাজে ও আচরণে ধারণ করাই আমাদের দায়িত্ব।

২৭. ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

তানভীর ও মুরাদ–এর মধ্যে সংলাপ

তানভীর : মুরাদ, ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণ করা কেন জরুরি?

মুরাদ : এসব স্থাপনা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

তানভীর : শুধু পর্যটনের জন্যই কি এগুলো গুরুত্বপূর্ণ?

মুরাদ : না। গবেষণা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও এগুলোর মূল্য রয়েছে।

তানভীর : অনেক স্থাপনা তো সময়ের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মুরাদ : তাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ প্রয়োজন।

তানভীর : সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী?

মুরাদ : স্থাপনায় ময়লা না ফেলা, দেয়াল নষ্ট না করা এবং ঐতিহাসিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত না করা উচিত।

তানভীর : শিক্ষার্থীরা কীভাবে সচেতনতা বাড়াতে পারে?

মুরাদ : ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন লেখা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা যায়।

তানভীর : ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা যায় কি?

মুরাদ : হ্যাঁ। ছবি, নথি ও তথ্য ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

তানভীর : ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণে পর্যটনও কি সহায়ক হতে পারে?

মুরাদ : সুশৃঙ্খল পর্যটন হলে অর্থনৈতিক সুবিধা তৈরি হতে পারে, যা সংরক্ষণে কাজে লাগানো যায়।

তানভীর : তাহলে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।

মুরাদ : অবশ্যই। ঐতিহ্য রক্ষা করে পরিকল্পিত উন্নয়নই সবচেয়ে ভালো পথ।

২৮. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা

প্রশ্ন: বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরিফ ও নোমানের মধ্যে সংলাপ

আরিফ : নোমান, বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

নোমান : আমাদের দেশে সমুদ্র, পাহাড়, নদী, বন ও ঐতিহাসিক স্থানের বৈচিত্র্য আছে। তাই সম্ভাবনা অনেক।

আরিফ : পর্যটনশিল্প দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

নোমান : দেশি–বিদেশি পর্যটকের ব্যয় থেকে আয় হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

আরিফ : শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকলেই কি পর্যটনশিল্প উন্নত হয়?

নোমান : না। যোগাযোগ, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও মানসম্মত সেবাও প্রয়োজন।

আরিফ : পর্যটনকেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষাও তো জরুরি।

নোমান : অবশ্যই। পর্যটন যেন প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষতি না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

আরিফ : স্থানীয় মানুষের কী লাভ হতে পারে?

নোমান : হোটেল, পরিবহন, খাবার, হস্তশিল্পসহ নানা ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে।

আরিফ : তরুণরা পর্যটনশিল্পে কীভাবে যুক্ত হতে পারে?

নোমান : ভাষা, আতিথেয়তা, পর্যটন ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল বিপণনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

আরিফ : বাংলাদেশের পর্যটনকে বিশ্বে পরিচিত করতে প্রচারেরও প্রয়োজন।

নোমান : হ্যাঁ। দায়িত্বশীল ও তথ্যভিত্তিক প্রচারণা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে।

আরিফ : তাহলে পরিকল্পিত পর্যটন দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য উপকারী হতে পারে।

নোমান : ঠিক তাই। পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষা করে পর্যটনের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

২৯. দেশের প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে তরুণদের ভূমিকা

প্রশ্ন: দেশের প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে তরুণদের ভূমিকা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সাদিক ও মেহেদীর মধ্যে সংলাপ

সাদিক : মেহেদী, প্রত্নসম্পদ বলতে কী বোঝ?

মেহেদী : আমাদের অতীত ইতিহাস ও সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত পুরোনো স্থাপনা, নিদর্শন ও বস্তুসমূহকে প্রত্নসম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাদিক : এসব সংরক্ষণ করা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

মেহেদী : এসবের মাধ্যমে আমরা অতীতের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি।

সাদিক : তরুণদের এ কাজে ভূমিকা কী হতে পারে?

মেহেদী : তারা ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জানতে পারে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে পারে।

সাদিক : পরিদর্শনের সময় আমাদের কী ধরনের আচরণ করা উচিত?

মেহেদী : স্থাপনা বা নিদর্শনে হাত না দেওয়া, কোনো কিছু নষ্ট না করা এবং আবর্জনা না ফেলা উচিত।

সাদিক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কি সচেতনতা তৈরিতে কাজে লাগতে পারে?

মেহেদী : অবশ্যই। নির্ভরযোগ্য তথ্য ও ছবি প্রকাশ করে মানুষকে ঐতিহ্য সম্পর্কে জানানো যায়।

সাদিক : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে পারে?

মেহেদী : ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, আলোচনা, প্রদর্শনী ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা যেতে পারে।

সাদিক : স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণও নিশ্চয় দরকার।

মেহেদী : হ্যাঁ। স্থানীয় মানুষ সচেতন হলে প্রত্নসম্পদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়।

সাদিক : তাহলে প্রত্নসম্পদ রক্ষা মানে শুধু পুরোনো জিনিস রক্ষা নয়।

মেহেদী : ঠিক তাই। এটি আমাদের ইতিহাস, পরিচয় ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞান রক্ষার দায়িত্ব।

৩০. জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদায় পালনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদায় পালনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরিফ ও তানভীরের মধ্যে সংলাপ

আরিফ : তানভীর, জাতীয় দিবসগুলো আমাদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তানভীর : জাতীয় দিবসের সঙ্গে দেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত।

আরিফ : শুধু অনুষ্ঠান করলেই কি দিবসের মর্যাদা রক্ষা হয়?

তানভীর : না। দিবসটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্পর্কে জানা এবং যথাযথ শ্রদ্ধা প্রকাশ করাও জরুরি।

আরিফ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কীভাবে দিবসগুলো পালন করা উচিত?

তানভীর : আলোচনা, রচনা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক আয়োজন করা যেতে পারে।

আরিফ : এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব কী?

তানভীর : নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে জানার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয়।

আরিফ : জাতীয় দিবসে পতাকার প্রতি সম্মান দেখানোও তো গুরুত্বপূর্ণ।

তানভীর : অবশ্যই। জাতীয় প্রতীক ব্যবহারে নির্ধারিত নিয়ম ও মর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

আরিফ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিবসের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া দরকার।

তানভীর : হ্যাঁ। ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো উচিত নয়।

আরিফ : তাহলে জাতীয় দিবস শুধু ছুটির দিন নয়।

তানভীর : ঠিক বলেছ। এগুলো আমাদের ইতিহাস স্মরণ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

আরিফ : আমাদের নিজেদেরও দিবসগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য জানতে হবে।

তানভীর : এবং সেই শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

৩১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও শিক্ষাজীবন

প্রশ্ন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) ও শিক্ষাজীবন বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাবিল ও রাফির মধ্যে সংলাপ

নাবিল : রাফি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অও নিয়ে তুমি কী ভাবছ?

রাফি : এটি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় নানা কাজে সহায়তা করতে পারে।

নাবিল : কী ধরনের কাজে?

রাফি : কঠিন বিষয় বুঝতে, তথ্য খুঁজতে, ভাষা শেখতে ও ধারণা গুছিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে।

নাবিল : তাহলে কি অও ব্যবহার করলেই পড়াশোনা সহজ হয়ে যাবে?

রাফি : সহজ হতে পারে, কিন্তু নিজের চিন্তা ও পরিশ্রমের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

নাবিল : কেন?

রাফি : অও–এর দেওয়া তথ্য সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। তাই তথ্য যাচাই করা দরকার।

নাবিল : পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও কি এটি কাজে লাগতে পারে?

রাফি : হ্যাঁ। অনুশীলনী তৈরি, বিষয় ব্যাখ্যা ও পুনরাবৃত্তিতে সহায়ক হতে পারে।

নাবিল : অন্যের লেখা নিজের নামে জমা দেওয়া কি ঠিক হবে?

রাফি : না। এতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং সততার প্রশ্ন ওঠে।

নাবিল : তাহলে অও ব্যবহারে মূল বিষয় হলো দায়িত্বশীলতা।

রাফি : ঠিক তাই। প্রযুক্তিকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, নিজের চিন্তাশক্তিকে বন্ধ করে নয়।

নাবিল : শিক্ষকদেরও কি অও সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার?

রাফি : অবশ্যই। তাহলে তাঁরা শিক্ষার্থীদের সঠিক ও নৈতিক ব্যবহারের পথ দেখাতে পারবেন।

৩২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

প্রশ্ন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও সুমনের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : সুমন, অও–এর কী কী সুফল তুমি দেখতে পাচ্ছ?

সুমন : স্যার, তথ্য বিশ্লেষণ, শিক্ষা, গবেষণা ও বিভিন্ন কাজে এটি সময় বাঁচাতে পারে।

শিক্ষক : শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহার কীভাবে হতে পারে?

সুমন : জটিল বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা, অনুশীলন ও বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষক : তাহলে কি অও–এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত?

সুমন : না স্যার। মানুষের বিচারবুদ্ধি ও সৃজনশীলতা অপরিহার্য।

শিক্ষক : অও–এর তথ্য ব্যবহারের আগে কী করা দরকার?

সুমন : বিশ্বস্ত উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে তথ্য যাচাই করা দরকার।

শিক্ষক : ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রেও কি সতর্কতা প্রয়োজন?

সুমন : অবশ্যই। প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্তিগত বা গোপন তথ্য কোনো প্রযুক্তিতে দেওয়া উচিত নয়।

শিক্ষক : অও দিয়ে কাজ তৈরি করে নিজের কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা কেমন?

সুমন : এটি নৈতিকভাবে ঠিক নয়, বিশেষ করে শিক্ষামূলক কাজে।

শিক্ষক : তাহলে অও–এর সঠিক ব্যবহার কী?

সুমন : নিজের শেখা ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা।

শিক্ষক : খুব ভালো। প্রযুক্তির সুবিধা নিতে হলে দায়িত্ববোধও থাকতে হবে।

সুমন : জি স্যার। প্রযুক্তি যেন আমাদের চিন্তাশক্তি বাড়ায়, কমিয়ে না দেয়–সেদিকে খেয়াল রাখব।

৩৩. ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

প্রশ্ন: ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রায়হান ও ফাহিমের মধ্যে সংলাপ

রায়হান : ফাহিম, ডিজিটাল শিক্ষা সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা কেমন?

ফাহিম : অনেক সুবিধা আছে। ঘরে বসে বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী পাওয়া যায়।

রায়হান : আর কী সুবিধা আছে?

ফাহিম : ভিডিও, অনলাইন বই ও ইন্টারেক্টিভ উপকরণের মাধ্যমে বিষয় বোঝা সহজ হতে পারে।

রায়হান : তবে এর সীমাবদ্ধতাও নিশ্চয় আছে।

ফাহিম : অবশ্যই। ইন্টারনেট বা ডিভাইসের সমস্যা হলে পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

রায়হান : অনলাইনে পড়ার সময় মনোযোগ ধরে রাখাও কঠিন।

ফাহিম : ঠিক বলেছ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য কাজে মন চলে যেতে পারে।

রায়হান : তাহলে ডিজিটাল শিক্ষায় আত্মনিয়ন্ত্রণ দরকার।

ফাহিম : হ্যাঁ। নির্দিষ্ট সময়সূচি ও লক্ষ্য ঠিক করে পড়া উচিত।

রায়হান : শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টি কীভাবে দেখো?

ফাহিম : সরাসরি শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের কিছু সুবিধা আছে, তাই দুটির সমন্বয় ভালো।

রায়হান : ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী বাছাইয়ের সময়ও সতর্ক হওয়া দরকার।

ফাহিম : অবশ্যই। নির্ভরযোগ্য শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

রায়হান : তাহলে ডিজিটাল শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষার বিকল্প না হয়ে সহায়ক মাধ্যম হতে পারে।

ফাহিম : ঠিক তাই। সঠিক পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীল ব্যবহারে এর সুফল অনেক।

৩৪. অনলাইন ক্লাসের কার্যকারিতা

প্রশ্ন: অনলাইন ক্লাসের কার্যকারিতা বিষয়ে দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

মেহেদী ও সাকিবের মধ্যে সংলাপ

মেহেদী : সাকিব, অনলাইন ক্লাস তোমার কাছে কেমন লাগে?

সাকিব : সুবিধাজনক। দূরে থাকলেও ক্লাসে অংশ নেওয়া যায়।

মেহেদী : তবে ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখতে পারো?

সাকিব : চেষ্টা করি। নিরিবিলি জায়গায় বসলে ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়।

মেহেদী : অনলাইন ক্লাসের বড় সুবিধা কী?

সাকিব : সময় ও যাতায়াত বাঁচে এবং অনেক ক্লাস রেকর্ড করে পরে দেখা যায়।

মেহেদী : সব বিষয়ে কি অনলাইন ক্লাস সমান কার্যকর?

সাকিব : না। ব্যবহারিক কাজ বা সরাসরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন বেশি হতে পারে।

মেহেদী : ইন্টারনেট সমস্যা হলে কী হয়?

সাকিব : ক্লাসে অংশ নিতে অসুবিধা হয় এবং কখনো গুরুত্বপূণ অংশ মিস হয়ে যায়।

মেহেদী : শিক্ষার্থীর দায়িত্ব কী?

সাকিব : সময়মতো যুক্ত হওয়া, প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখা এবং ক্লাসে সক্রিয় থাকা।

মেহেদী : শিক্ষকের ভূমিকা কী?

সাকিব : ক্লাসকে আকর্ষণীয় করা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

মেহেদী : তাহলে অনলাইন ক্লাস সফল করতে দুই পক্ষেরই সহযোগিতা দরকার।

সাকিব : অবশ্যই। প্রযুক্তি, শিক্ষকতা ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ব–তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ।

মেহেদী : সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি শিক্ষার ভালো সহায়ক মাধ্যম হতে পারে।

সাকিব : আমি একমত। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী অনলাইন ও সরাসরি শিক্ষার সমন্বয় সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে।

৩৫. তথ্য যাচাই ছাড়া অনলাইনে কোনো খবর প্রচারের ক্ষতি

প্রশ্ন: তথ্য যাচাই ছাড়া অনলাইনে কোনো খবর প্রচারের ক্ষতি বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরমান ও রিদয়ের মধ্যে সংলাপ

আরমান : রিদয়, তুমি কি আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি খবর দেখেছ?

রিদয় : হ্যাঁ। কিন্তু আমি খবরটি যাচাই না করে শেয়ার করিনি।

আরমান : যাচাই করা কেন জরুরি?

রিদয় : অনলাইনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

আরমান : একটি ভুল খবরের কী ক্ষতি হতে পারে?

রিদয় : মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, কারও সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং অযথা আতঙ্ক তৈরি হতে পারে।

আরমান : তাহলে খবরের উৎস দেখা দরকার।

রিদয় : অবশ্যই। নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত।

আরমান : শিরোনাম দেখেই খবর বিশ্বাস করা কি ঠিক?

রিদয় : না। পুরো খবর পড়তে হবে এবং তথ্যের সময় ও উৎস যাচাই করতে হবে।

আরমান : ছবি বা ভিডিও দেখলেও কি সতর্ক থাকা দরকার?

রিদয় : হ্যাঁ। পুরোনো ছবি বা ভিডিও নতুন ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে।

আরমান : তাহলে শেয়ার করার আগে একটু সময় নিয়ে যাচাই করাই ভালো।

রিদয় : ঠিক তাই। তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর দায়িত্ব আছে।

আরমান : ভুল খবর ছড়িয়ে ফেললে কী করা উচিত?

রিদয় : ভুল বুঝতে পারলে তা সংশোধন করা এবং প্রয়োজন হলে আগের পোস্টের বিষয়ে সতর্ক করা উচিত।

৩৬. ভুয়া খবর বা গুজব প্রতিরোধে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: ভুয়া খবর বা গুজব প্রতিরোধে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

তানভীর ও নাঈমের মধ্যে সংলাপ

তানভীর : নাঈম, গুজব কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করো?

নাঈম : অনেকে যাচাই না করে কোনো কথা অন্যের কাছে বা অনলাইনে ছড়িয়ে দিলে গুজব দ্রুত ছড়ায়।

তানভীর : গুজবের ক্ষতি কী?

নাঈম : এতে মানুষের মধ্যে ভয়, বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে।

তানভীর : গুজব শুনলে প্রথমে কী করা উচিত?

নাঈম : সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস বা প্রচার না করে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা উচিত।

তানভীর : কোথা থেকে যাচাই করা যায়?

নাঈম : বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম, সরকারি ঘোষণা বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেখা যায়।

তানভীর : পরিবার ও বন্ধুরাও যদি গুজব ছড়ায়?

নাঈম : ভদ্রভাবে তাদের যাচাই করার পরামর্শ দিতে হবে।

তানভীর : সব তথ্য কি অনলাইনে পাওয়া যায়?

নাঈম : না। তাই অনলাইনে না পাওয়া কোনো তথ্যকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য বা মিথ্যা বলা ঠিক নয়।

তানভীর : শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে কী শিক্ষা দেওয়া উচিত?

নাঈম : তথ্য যাচাই, উৎস শনাক্তকরণ ও দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

তানভীর : গুজব প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতা কি যথেষ্ট?

নাঈম : এটি গুরুত্বপূর্ণ শুরু। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকাও দরকার।

তানভীর : তাহলে যাচাই ছাড়া কোনো খবর ছড়াব না।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

নাঈম : আমিও তাই করব। সচেতন ব্যবহারকারীই গুজবের বিস্তার কমাতে পারে।

৩৭. ডিজিটাল গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: ডিজিটাল গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সজীব ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

সজীব : রাকিব, অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তুমি কতটা সতর্ক?

রাকিব : খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করি।

সজীব : কেন?

রাকিব : ব্যক্তিগত তথ্য ভুল হাতে গেলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে।

সজীব : কোন ধরনের তথ্য প্রকাশে বেশি সতর্ক থাকা উচিত?

রাকিব : পাসওয়ার্ড, পরিচয়সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য ও ব্যক্তিগত নথির তথ্য প্রকাশ করা উচিত নয়।

সজীব : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গোপনীয়তার সেটিংস দেখা দরকার কি?

রাকিব : অবশ্যই। কে কোন তথ্য দেখতে পারবে তা বুঝে সেটিংস ঠিক করা উচিত।

সজীব : একই পাসওয়ার্ড সব জায়গায় ব্যবহার করা কেমন?

রাকিব : এটি নিরাপদ অভ্যাস নয়। গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টে শক্তিশালী ও আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা ভালো।

সজীব : অপরিচিত লিংকে ক্লিক করার ক্ষেত্রেও কি সতর্কতা দরকার?

রাকিব : হ্যাঁ। সন্দেহজনক লিংক বা বার্তা এড়িয়ে চলা উচিত।

সজীব : অনলাইনে বন্ধুদের সঙ্গেও ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করা কি সব সময় নিরাপদ?

রাকিব : না। পরিচিত হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া উচিত নয়।

সজীব : তাহলে ডিজিটাল গোপনীয়তা আসলে নিজের তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা।

রাকিব : ঠিক তাই। সচেতন ব্যবহারই অনলাইন নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩৮. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের করণীয়

প্রশ্ন: প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : রাকিব, প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য আশীর্বাদ না সমস্যা–তুমি কী বলবে?

রাকিব : স্যার, ব্যবহার কীভাবে করা হচ্ছে তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে।

শিক্ষক : ভালো ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

রাকিব : অনলাইন বই পড়া, শিক্ষামূলক ভিডিও দেখা, তথ্য অনুসন্ধান ও নতুন দক্ষতা শেখা।

শিক্ষক : প্রযুক্তির অপব্যবহার কীভাবে পড়াশোনায় বাধা দেয়?

রাকিব : অতিরিক্ত বিনোদন, অপ্রয়োজনীয় সামাজিক যোগাযোগ ও সময়ের অপচয় পড়াশোনার ক্ষতি করতে পারে।

শিক্ষক : তাহলে সময় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ।

রাকিব : জি স্যার। পড়াশোনা, বিশ্রাম ও প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আলাদা সময় রাখা উচিত।

শিক্ষক : অনলাইনে তথ্য নেওয়ার সময় কী মনে রাখতে হবে?

রাকিব : উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে হবে এবং ভুল তথ্য প্রচার করা যাবে না।

শিক্ষক : প্রযুক্তি দিয়ে সৃজনশীল কাজ করা যায় কীভাবে?

রাকিব : প্রেজেন্টেশন, লেখা, গবেষণা, ছবি ও শিক্ষামূলক প্রকল্প তৈরিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষক : প্রযুক্তি কি মানুষের যোগাযোগের বিকল্প?

রাকিব : না স্যার। সরাসরি মানবিক সম্পর্ক ও বাস্তব অভিজ্ঞতারও গুরুত্ব আছে।

শিক্ষক : খুব ভালো। প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করতে হবে, প্রযুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া যাবে না।

রাকিব : বুঝেছি স্যার। প্রযুক্তিকে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করব।

৩৯. শিক্ষাজীবনে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব

প্রশ্ন: শিক্ষাজীবনে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাফি ও সাকিবের মধ্যে সংলাপ

রাফি : সাকিব, তুমি কি মনে করো শিক্ষাজীবনে সময়ানুবর্তিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ?

সাকিব : অবশ্যই। সময়ের সঠিক ব্যবহার না করলে পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাফি : সময়ানুবর্তিতা বলতে আসলে কী বোঝ?

সাকিব : নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করার অভ্যাসই সময়ানুবর্তিতার মূল দিক।

রাফি : শিক্ষার্থীরা কীভাবে এটি চর্চা করতে পারে?

সাকিব : দৈনিক পড়ার সময়সূচি তৈরি করে এবং তা মেনে চলার মাধ্যমে।

রাফি : তাহলে কি সময়সূচি তৈরি করলেই হবে?

সাকিব : না। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে।

রাফি : সময় নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ কী বলে মনে করো?

সাকিব : অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার, কাজ ফেলে রাখা এবং অগোছালো জীবনযাপন সময় নষ্ট করতে পারে।

রাফি : পরীক্ষার সময় এর গুরুত্ব আরও বেশি, তাই না?

সাকিব : হ্যাঁ। শেষ মুহূর্তে সব পড়তে গেলে চাপ বাড়ে এবং প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।

রাফি : সময়মতো কাজ শেষ করলে কি মানসিক চাপও কমে?

সাকিব : অবশ্যই। কাজ জমে না থাকলে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

রাফি : তাহলে সময়ের মূল্য বোঝা আসলে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিও।

সাকিব : ঠিক তাই। সময়ানুবর্তিতা একজন শিক্ষার্থীকে দায়িত্বশীল ও সুশৃঙ্খল মানুষ হতে সাহায্য করে।

৪০. অধ্যবসায়ের গুরুত্ব

প্রশ্ন: অধ্যবসায়ের গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও নাবিলের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : নাবিল, সাফল্যের জন্য মেধাই কি একমাত্র বিষয়?

নাবিল : না স্যার। মেধার পাশাপাশি অধ্যবসায়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক : অধ্যবসায় বলতে কী বোঝ?

নাবিল : কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাধা এলেও নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে অধ্যবসায় বলা যায়।

শিক্ষক : পড়াশোনায় এর প্রয়োজন কেন?

নাবিল : সব বিষয় একবারে বোঝা যায় না। বারবার চেষ্টা করলে কঠিন বিষয়ও আয়ত্ত করা সম্ভব।

শিক্ষক : ব্যর্থ হলে কী করা উচিত?

নাবিল : ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার চেষ্টা করা উচিত।

শিক্ষক : অনেক শিক্ষার্থী দ্রুত ফল না পেয়ে হতাশ হয়ে যায়।

নাবিল : তাদের বুঝতে হবে, ভালো ফলের জন্য সময় ও ধারাবাহিক পরিশ্রম প্রয়োজন।

শিক্ষক : অধ্যবসায় কি শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন?

নাবিল : না স্যার। জীবনের যেকোনো দক্ষতা ও লক্ষ্য অর্জনে এটি প্রয়োজন।

শিক্ষক : অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য কী অভ্যাস করা যায়?

নাবিল : ছোট লক্ষ্য ঠিক করে নিয়মিত কাজ করা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যায়।

SINCE - 1993 NABARUN PUBLICATION

শিক্ষক : খুব ভালো। মনে রাখতে হবে, প্রতিভাকে সাফল্যে রূপ দিতে পরিশ্রম প্রয়োজন।

নাবিল : জি স্যার। আমি ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে নিয়মিত চেষ্টা করব।

শিক্ষক : এই মনোভাবই তোমাকে সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

৪১. বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরমান ও তানভীরের মধ্যে সংলাপ

আরমান : তানভীর, অবসর সময়ে তুমি কী করো?

তানভীর : সুযোগ পেলে বই পড়ি।

আরমান : বই পড়ার অভ্যাসের এত গুরুত্ব কেন?

তানভীর : বই আমাদের জ্ঞান বাড়ায়, চিন্তাশক্তি উন্নত করে এবং ভাষার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

আরমান : পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়া কি পরীক্ষায়ও কাজে লাগে?

তানভীর : অবশ্যই। সাধারণ জ্ঞান, শব্দভান্ডার ও লেখার দক্ষতা বাড়ে।

আরমান : কী ধরনের বই দিয়ে শুরু করা ভালো?

তানভীর : নিজের আগ্রহ অনুযায়ী গল্প, জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান বা ভ্রমণবিষয়ক বই দিয়ে শুরু করা যায়।

আরমান : অনলাইনে বই পড়লে কি একই উপকার পাওয়া যায়?

তানভীর : ভালো মানের ই–বুকও উপকারী। তবে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বই নির্বাচন করতে হবে।

আরমান : প্রতিদিন কত সময় বই পড়া উচিত?

SINCE - 1992 NABARUN PUBLICATION

তানভীর : নির্দিষ্ট সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই। নিয়মিত পড়ার অভ্যাসটাই গুরুত্বপূর্ণ।

আরমান : বই পড়লে ভাষার দক্ষতা কীভাবে বাড়ে?

তানভীর : নতুন শব্দ, বাক্যগঠন ও সুন্দর প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

আরমান : তাহলে বই পড়া শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়।

তানভীর : ঠিক তাই। এটি মননশীলতা ও সৃজনশীলতাও বাড়ায়।

আরমান : চলো, আমরা দুজন মিলে মাসে অন্তত একটি ভালো বই পড়ি।

তানভীর : চমৎকার। পড়ে পরে একে অন্যের সঙ্গে বই নিয়ে আলোচনা করব।

৪২. পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রুবেল ও মাহিনের মধ্যে সংলাপ

রুবেল : মাহিন, আমাদের কলেজের পাঠাগারে আজ গিয়েছিলে?

মাহিন : হ্যাঁ। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক বই আছে।

রুবেল : পাঠাগার শিক্ষার্থীদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

মাহিন : পাঠ্যবইয়ের বাইরে জ্ঞান অর্জন ও নিয়মিত পড়ার পরিবেশ তৈরিতে পাঠাগারের ভূমিকা রয়েছে।

রুবেল : সব শিক্ষার্থীর পক্ষে তো অনেক বই কেনা সম্ভব নয়।

মাহিন : সেখানেই পাঠাগারের সুবিধা। একই বই অনেক শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারে।

রুবেল : পাঠাগারে পড়ার পরিবেশেরও একটা আলাদা সুবিধা আছে।

মাহিন : ঠিক বলেছ। নিরিবিলি পরিবেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে সাহায্য করে।

রুবেল : শুধু পরীক্ষার আগে পাঠাগারে গেলেই কি হবে?

মাহিন : না। নিয়মিত পাঠাগার ব্যবহারের অভ্যাস করা উচিত।

রুবেল : পাঠাগারে কী ধরনের বই থাকা দরকার?

মাহিন : পাঠ্যসহ সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী, সাময়িকী ও তথ্যবহুল বই থাকা দরকার।

রুবেল : ডিজিটাল পাঠাগারেরও তো এখন প্রয়োজন আছে।

মাহিন : অবশ্যই। ই-বুক ও ডিজিটাল উপকরণ পাঠের সুযোগ আরও বাড়াতে পারে।

রুবেল : তাহলে পাঠাগারকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বলা যায়।

মাহিন : হ্যাঁ। নিয়মিত পাঠাগার ব্যবহার করলে জ্ঞান ও পাঠাভ্যাস–দুটিই সমৃদ্ধ হয়।

৪৩. শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও ফারহানের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : ফারহান, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু ভালো ফল করা?

ফারহান : না স্যার। ভালো মানুষ হওয়াও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

শিক্ষক : ভালো মানুষ হতে কোন গুণগুলো প্রয়োজন?

ফারহান : সততা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বোধ প্রয়োজন।

শিক্ষক : এসব গুণকে আমরা কীভাবে গড়ে তুলতে পারি?

ফারহান : পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা এবং নিজের নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে।

শিক্ষক : নৈতিক শিক্ষা পরীক্ষার বিষয় না হলেও কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ফারহান : কারণ এটি আমাদের বাস্তব জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

শিক্ষক : বন্ধুর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে বলা হলে কী করবে?

ফারহান : বন্ধুত্ব বজায় রেখেও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করব না এবং তাকে সঠিক পথ বোঝানোর চেষ্টা করব।

শিক্ষক : খুব ভালো। নৈতিকতা কি শুধু বড় সিদ্ধান্তে প্রয়োজন?

ফারহান : না। ছোট ছোট দৈনন্দিন আচরণেও নৈতিকতার প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষক : যেমন?

ফারহান : সত্য বলা, প্রতিশ্রুতি রাখা, অন্যের অধিকার সম্মান করা এবং নিজের দায়িত্ব পালন করা।

শিক্ষক : তাহলে নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ–দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

ফারহান : জি স্যার। নৈতিক মানুষই দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

৪৪. পরীক্ষায় নকলের কুফল

প্রশ্ন: পরীক্ষায় নকলের কুফল বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সুমন ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

সুমন : রাকিব, পরীক্ষায় নকল করে ভালো ফল করলে সেটাকে কি সাফল্য বলা যায়?

রাকিব : না। নিজের যোগ্যতায় অর্জিত ফলই প্রকৃত সাফল্য।

সুমন : নকলের সবচেয়ে বড় ক্ষতি কী?

রাকিব : এতে শিক্ষার্থী নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ হারায়।

সুমন : আর কী ক্ষতি হয়?

রাকিব : অসততার অভ্যাস তৈরি হয় এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে দুর্বলতা তৈরি হতে পারে।

সুমন : অনেকে পরীক্ষার ভয় থেকে নকলের চেষ্টা করে।

রাকিব : ভয়ের সমাধান নকল নয়; নিয়মিত প্রস্তুতি ও অনুশীলনই সমাধান।

সুমন : পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি কীভাবে ভালো করা যায়?

রাকিব : পাঠ ভাগ করে নিয়মিত পড়া এবং পূর্বের প্রশ্ন অনুশীলন করা যায়।

সুমন : পরীক্ষার হলে কোনো প্রশ্ন না পারলে কী করা উচিত?

রাকিব : যা জানি তা দিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা এবং সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

সুমন : নকল করলে শাস্তির ভয়ও থাকে।

রাকিব : হ্যাঁ। তবে শাস্তির ভয় ছাড়াও নৈতিক কারণে নকল থেকে দূরে থাকা উচিত।

সুমন : তাহলে নকল শুধু পরীক্ষার নিয়ম ভঙ্গ নয়, নিজের ক্ষতিও।

রাকিব : ঠিক তাই। সততার সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুমন : চলো, আমরা এবার নিয়মিত পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেব।

রাকিব : অবশ্যই। নিজের অর্জনের ওপর আস্থা রাখাই সবচেয়ে ভালো।

৪৫. শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ মোকাবিলায় করণীয়

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও ইশতিয়াকের মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : ইশতিয়াক, তোমাকে আজ বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। কী হয়েছে?

ইশতিয়াক : স্যার, পরীক্ষা ও পড়াশোনা নিয়ে অনেক চাপ অনুভব করছি।

শিক্ষক : চাপ কমাতে তুমি কী করছ?

ইশতিয়াক : ঠিকমতো পরিকল্পনা করতে পারছি না। ফলে কাজ জমে যাচ্ছে।

শিক্ষক : তাহলে প্রথমে কাজগুলো অগ্রাধিকার অনুযায়ী ভাগ করে নাও।

ইশতিয়াক : একসঙ্গে সব পড়ার চেষ্টা করাই কি আমার ভুল?

শিক্ষক : হ্যাঁ। ছোট ছোট লক্ষ্য ঠিক করে এগোলে কাজ অনেক সহজ মনে হবে।

ইশতিয়াক : বিশ্রামের সময় রাখা কি জরুরি?

শিক্ষক : অবশ্যই। পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত খাবার ও কিছুটা শরীরচর্চাও মন ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ইশতিয়াক : পড়াশোনায় কোনো বিষয় না বুঝলে কী করব?

শিক্ষক : শিক্ষক বা সহপাঠীর সাহায্য নেবে। না বুঝে একা দুশ্চিন্তা করে বসে থাকবে না।

ইশতিয়াক : নিজের সঙ্গে অন্যদের ফলাফল তুলনা করাও কি ঠিক নয়?

শিক্ষক : অন্যের সঙ্গে অতিরিক্ত তুলনা না করে নিজের অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দাও।

ইশতিয়াক : কখনো চাপ বেশি মনে হলে পরিবারের সঙ্গে কথা বলা উচিত?

শিক্ষক : অবশ্যই। বিশ্বস্ত অভিভাবক, শিক্ষক বা দায়িত্বশীল বড়দের সঙ্গে কথা বলা সহায়ক হতে পারে।

ইশতিয়াক : ধন্যবাদ স্যার। আমি আজ থেকেই পড়াশোনার পরিকল্পনা নতুন করে সাজাব।

শিক্ষক : খুব ভালো। মনে রেখো, সুস্থভাবে এগিয়ে যাওয়াই শুধু দ্রুত এগোনোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৪৬. শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাঈম ও সজীবের মধ্যে সংলাপ

নাঈম : সজীব, তুমি কি নিয়মিত শরীরচর্চা করো?

সজীব : সব সময় নয়। পড়াশোনার ব্যস্ততায় অনেক সময় হয়ে ওঠে না।

নাঈম : শিক্ষার্থীদের জন্য শরীরচর্চা কেন দরকার?

সজীব : শরীরকে সক্রিয় রাখা এবং মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে এটি সহায়ক।

নাঈম : পড়াশোনার সময় নষ্ট হবে না?

সজীব : পরিকল্পনা করে করলে বরং শরীরচর্চা ও পড়াশোনা দুটিই করা সম্ভব।

নাঈম : কী ধরনের শরীরচর্চা করা যেতে পারে?

সজীব : হাঁটা, দৌড়, সাইকেল চালানো বা খেলাধুলার মতো উপযুক্ত কার্যক্রম করা যায়।

নাঈম : ব্যায়ামের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রামও দরকার, তাই না?

সজীব : অবশ্যই। শরীরচর্চার সঙ্গে ঘুম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ।

নাঈম : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী হতে পারে?

সজীব : খেলাধুলার সুযোগ, শরীরচর্চার সময় ও স্বাস্থ্যসচেতনতার কার্যক্রম বাড়ানো যেতে পারে।

নাঈম : সব শিক্ষার্থীকে কি একই ধরনের ব্যায়াম করতে হবে?

সজীব : না। বয়স, সক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত কার্যক্রম বেছে নেওয়া উচিত।

নাঈম : তাহলে শরীরচর্চা পড়াশোনার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

সজীব : একদম নয়। সুস্থ শরীর শিক্ষাজীবনকে আরও সক্রিয় ও আনন্দময় করতে পারে।

নাঈম : চলো, প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটার অভ্যাস করি।

সজীব : ভালো পরিকল্পনা। নিয়মিত করার চেষ্টা করব।

৪৭. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রিফাত ও মাহিনের মধ্যে সংলাপ

রিফাত : মাহিন, তুমি দুপুরে কী খেয়েছ?

মাহিন : আজ দ্রুত খাওয়ার জন্য কিছু ভাজাপোড়া খেয়েছি।

রিফাত : প্রতিদিন এমন খাবার খাওয়া কি ভালো?

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

মাহিন : না। স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবারের অভ্যাস করা দরকার।

রিফাত : সুষম খাবার বলতে কী বোঝ?

মাহিন : শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবারের সমন্বিত খাদ্যাভ্যাসকে বোঝায়।

রিফাত : শিক্ষার্থীদের জন্য এর গুরুত্ব কী?

মাহিন : শরীর সুস্থ রাখা ও পড়াশোনায় সক্রিয় থাকতে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন।

রিফাত : জাঙ্ক ফুড একেবারেই খাওয়া যাবে না?

মাহিন : মাঝে মাঝে খাওয়া নিয়ে কথা নয়; তবে অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়িয়ে স্বাস্থ্যকর খাবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

রিফাত : পানি পান করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

মাহিন : অবশ্যই। পর্যাপ্ত পানি পান করাও দৈনন্দিন স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অংশ।

রিফাত : খাবারের সময়ও কি নিয়মিত হওয়া উচিত?

মাহিন : সম্ভব হলে নিয়মিত সময়ে পরিমিত ও বৈচিত্র্যময় খাবার খাওয়া ভালো।

রিফাত : পরিবার কীভাবে এ অভ্যাস তৈরি করতে পারে?

মাহিন : বাড়িতে পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।

রিফাত : তাহলে ভালো খাবারের অভ্যাসও শিক্ষাজীবনের প্রস্তুতির অংশ।

মাহিন : ঠিক তাই। সুস্থ থাকতে খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৪৮. শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাে- অংশগ্রহণ

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাে- অংশগ্রহণ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাকিব ও আদনানের মধ্যে সংলাপ

রাকিব : আদনান, আমাদের কলেজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রমে তুমি যুক্ত হয়েছ?

আদনান : হ্যাঁ। সুযোগ পেলে বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশ নিই।

রাকিব : স্বেচ্ছাসেবী কাজ বলতে কী বোঝ?

আদনান : ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা না করে সমাজের কল্যাণে স্বেচ্ছায় কাজ করাকে বোঝায়।

রাকিব : শিক্ষার্থীরা কী ধরনের কাজে অংশ নিতে পারে?

আদনান : পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ, সচেতনতামূলক প্রচার ও দুর্যোগে সহায়তার মতো কাজে অংশ নিতে পারে।

রাকিব : এতে পড়াশোনার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই?

আদনান : সময় ঠিকভাবে ভাগ করলে পড়াশোনার পাশাপাশি এসব কাজ করা সম্ভব।

রাকিব : স্বেচ্ছাসেবী কাজ থেকে কী শেখা যায়?

আদনান : দলগত কাজ, নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও দায়িত্ববোধের মতো দক্ষতা অর্জন করা যায়।

রাকিব : মানুষের প্রতি সহমর্মিতাও বাড়ে নিশ্চয়।

আদনান : অবশ্যই। অন্যের প্রয়োজন বুঝে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি হয়।

রাকিব : কোনো সামাজিক কাজে অংশ নেওয়ার আগে কী বিষয় মনে রাখা উচিত?

আদনান : কাজটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও বৈধ কি না এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে কি না, তা দেখা উচিত।

রাকিব : তাহলে স্বেচ্ছাসেবী কাজ শুধু অন্যের উপকার করে না।

আদনান : ঠিক তাই। এটি শিক্ষার্থীদেরও দায়িতশীল ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

রাকিব : চলো, আমিও আগামী কর্মসূচিতে তোমাদের সঙ্গে অংশ নিই।

আদনান : অবশ্যই। একসঙ্গে কাজ করলে আমাদের উদ্যোগ আরও কার্যকর হবে।

SINCE - 1993 NABARUN PUBLICATION

৪৯. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক ও নাদিয়ার মধ্যে সংলাপ

শিক্ষক : নাদিয়া, সৃজনশীলতা বলতে তুমি কী বোঝ?

নাদিয়া : স্যার, নতুনভাবে চিন্তা করা, সমস্যা সমাধানের ভিন্ন উপায় খোঁজা এবং নিজের ভাবনা প্রকাশ করার ক্ষমতাকে সৃজনশীলতার একটি দিক বলা যায়।

শিক্ষক : শিক্ষাজীবনে এর প্রয়োজন কেন?

নাদিয়া : এটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভর না হয়ে বুঝে শেখতে এবং নতুন ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে।

শিক্ষক : শুধু শিল্প–সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কি সৃজনশীলতা প্রয়োজন?

নাদিয়া : না স্যার। বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি, ব্যবসা–সব ক্ষেত্রেই সৃজনশীল চিন্তার প্রয়োজন।

শিক্ষক : শিক্ষার্থীরা কীভাবে সৃজনশীলতা চর্চা করতে পারে?

নাদিয়া : বই পড়া, প্রশ্ন করা, প্রকল্প করা এবং নিজের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে।

শিক্ষক : ভুল করার ভয় সৃজনশীলতার পথে বাধা হতে পারে কি?

নাদিয়া : হ্যাঁ। ভুল থেকে শেখার সুযোগ না থাকলে নতুন কিছু চেষ্টা করার আগ্রহ কমে যায়।

শিক্ষক : তাহলে শিক্ষকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

নাদিয়া : শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্নভাবে সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া।

শিক্ষক : খুব ভালো। পরিবারও কি এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে?

নাদিয়া : অবশ্যই। পরিবারের উচিত সন্তানের আগ্রহ ও মতামতকে সম্মান করা।

শিক্ষক : সৃজনশীলতা কি নিয়মিত চর্চায় বাড়ে?

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

নাদিয়া : জি স্যার। নিয়মিত পড়া, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার অভ্যাস সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

শিক্ষক : তাহলে সৃজনশীল শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমাজের জন্যও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

নাদিয়া : ঠিক তাই স্যার। তাই শিক্ষাজীবন থেকেই সৃজনশীল চিন্তার পরিবেশ তৈরি করা দরকার।

৫০. বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

তানভীর ও সিয়ামের মধ্যে সংলাপ

তানভীর : সিয়াম, বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে কী বোঝ?

সিয়াম : প্রমাণ, যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিচার করার মানসিকতাকে বিজ্ঞানমনস্কতা বলা যায়।

তানভীর : এটি আমাদের জীবনে কেন দরকার?

সিয়াম : ভুল ধারণা ও অযৌক্তিক বিশ্বাস থেকে দূরে থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

তানভীর : কোনো কথা শুনেই বিশ্বাস করা কি বিজ্ঞানমনস্কতার বিপরীত?

সিয়াম : যদি যাচাই না করে বিশ্বাস করি, তাহলে তা যুক্তিনির্ভর চিন্তার সঙ্গে যায় না।

তানভীর : শিক্ষার্থীরা কীভাবে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে?

সিয়াম : প্রশ্ন করে, পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে এবং তথ্যের উৎস যাচাই করে।

তানভীর : বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া কি নিজের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা?

সিয়াম : না। ঐতিহ্যকে সম্মান করা যায়, তবে কোনো দাবিকে যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে বিচার করা উচিত।

তানভীর : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ মানসিকতার প্রয়োজন আছে কি?

সিয়াম : খুব বেশি। কারণ সেখানে নানা ধরনের তথ্য ও দাবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

SINCE - 1992 NABARUN PUBLICATION

তানভীর : তাহলে তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাসও বিজ্ঞানমনস্কতার অংশ।

সিয়াম : অবশ্যই। প্রমাণ ছাড়া কোনো দাবি ছড়িয়ে দেওয়া দায়িত্বশীল আচরণ নয়।

তানভীর : বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কি সব বিষয়ে প্রশ্ন করে?

সিয়াম : প্রশ্ন করে, তবে শেখার উদ্দেশ্যে এবং যুক্তিসংগতভাবে।

তানভীর : তাহলে বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের চিন্তাকে আরও স্বাধীন ও যুক্তিনির্ভর করে।

সিয়াম : ঠিক তাই। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিকের প্রয়োজন অনেক।

৫১. পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রিফাত ও মাশরুরের মধ্যে সংলাপ

রিফাত : মাশরুর, পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন বলতে কী বোঝ?

মাশরুর : যে জীবনযাপনে পরিবেশের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমানো হয়, তাকে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন বলা যায়।

রিফাত : শিক্ষার্থীরা এর জন্য কী করতে পারে?

মাশরুর : পানি ও বিদ্যুতের অপচয় কমানো, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যায়।

রিফাত : একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক কমানোর গুরুত্ব কী?

মাশরুর : এগুলো বর্জ্য বাড়ায় এবং পরিবেশে দীর্ঘ সময় থেকে যেতে পারে।

রিফাত : গাছ লাগানোও কি পরিবেশবান্ধব আচরণ?

মাশরুর : অবশ্যই। তবে গাছ লাগানোর পাশাপাশি তার পরিচর্যাও জরুরি।

রিফাত : পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তিগত অভ্যাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

মাশরুর : খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মানুষের ছোট ছোট পরিবর্তন মিলেই বড় ফল তৈরি করতে পারে।

রিফাত : পরিবারে কীভাবে এই অভ্যাস তৈরি করা যায়?

মাশরুর : বর্জ্য আলাদা করা, অপ্রয়োজনীয় আলো বন্ধ রাখা এবং পানি অপচয় না করার অভ্যাস করা যায়।

রিফাত : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও নিশ্চয় ভূমিকা রাখতে পারে।

মাশরুর : হ্যাঁ। পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা যেতে পারে।

রিফাত : তাহলে পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়।

মাশরুর : ঠিক তাই। প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্বশীল আচরণ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ।

রিফাত : চলো, আমরা নিজের জীবনযাপন থেকেই পরিবর্তন শুরু করি।

মাশরুর : অবশ্যই। সচেতন অভ্যাসই দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের জন্য উপকারী।

৫২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণদের ভূমিকা

প্রশ্ন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণদের ভূমিকা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

আরিফ ও নোমানের মধ্যে সংলাপ

আরিফ : নোমান, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে কেন?

নোমান : এর প্রভাবে পরিবেশ, কৃষি, জীববৈচিত্র্য ও মানুষের জীবন নানা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

আরিফ : তরুণরা এ বিষয়ে কী করতে পারে?

নোমান : সচেতনতা তৈরি, পরিবেশবান্ধব অভ্যাস এবং স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগে অংশ নিতে পারে।

আরিফ : ব্যক্তিগত অভ্যাসের কি কোনো ভূমিকা আছে?

নোমান : অবশ্যই। অপচয় কমানো, শক্তির সাশ্রয় এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ গুরুত্বপূর্ণ।

আরিফ : গাছ লাগানো কি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক?

নোমান : বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু গাছ লাগানো নয়, গাছ সংরক্ষণও জরুরি।

আরিফ : তরুণরা কি গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে?

নোমান : হ্যাঁ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব সমাধান খোঁজা যেতে পারে।

আরিফ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয় কী?

নোমান : জলবায়ু বিষয়ে শিক্ষা, আলোচনা ও বাস্তবভিত্তিক পরিবেশ কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করা।

আরিফ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও সচেতনতা তৈরিতে কাজে লাগতে পারে।

নোমান : হ্যাঁ, তবে তথ্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

আরিফ : জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও দরকার।

নোমান : অবশ্যই। এটি বৈশ্বিক সমস্যা, তাই বিভিন্ন দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়।

আরিফ : তাহলে তরুণদের জ্ঞান, সচেতনতা ও উদ্যোগ—সবই গুরুত্বপূর্ণ।

নোমান : ঠিক তাই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়তে তরুণদের সক্রিয় হতে হবে।

৫৩. বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সজীব ও রাকিবের মধ্যে সংলাপ

সজীব : রাকিব, প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কেন করা হয়?

রাকিব : বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সজীব : শুধু গাছ লাগালেই কি দায়িত্ব শেষ?

রাকিব : না। লাগানো গাছের নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

সজীব : গাছ পরিবেশের জন্য কীভাবে উপকারী?

রাকিব : গাছ বাতাসের মান, মাটি সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

সজীব : শিক্ষার্থীরা কীভাবে বৃক্ষ সংরক্ষণে অংশ নিতে পারে?

রাকিব : বিদ্যালয় বা কলেজে গাছ লাগানো এবং নিয়মিত পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া যায়।

সজীব : শহরে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে কী বিষয় মনে রাখা উচিত?

রাকিব : উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত প্রজাতির গাছ নির্বাচন করতে হবে এবং পরবর্তী পরিচর্যার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সজীব : রাস্তার পাশে গাছ লাগালেই কি হবে?

রাকিব : না। পথচারী, যানবাহন ও অবকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে।

সজীব : বৃক্ষনিধন কমানোর জন্য কী করা যায়?

রাকিব : অপ্রয়োজনীয় গাছ কাটা বন্ধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন বা পুনর্বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

সজীব : তাহলে বৃক্ষরোপণ একটি দিনের কর্মসূচি নয়।

রাকিব : ঠিক তাই। এটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণের ধারাবাহিক কাজ।

সজীব : আমাদের কলেজের গাছগুলোরও নিয়মিত পরিচর্যা করা উচিত।

রাকিব : চলো, এ বিষয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের প্রস্তাব দিই।

৫৪. পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

মাহিন ও রায়হানের মধ্যে সংলাপ

মাহিন : রায়হান, পানি অপচয় করা কেন সমস্যা?

রায়হান : পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং নিরাপদ পানির উৎস সীমিত। তাই অপচয় করা উচিত নয়।

মাহিন : আমরা দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে পানি অপচয় করি?

রায়হান : অপ্রয়োজনে কল খোলা রাখা বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি ব্যবহার করা অপচয়ের উদাহরণ।

মাহিন : পানি সংরক্ষণে শিক্ষার্থীরা কী করতে পারে?

রায়হান : ব্যবহারের পর কল বন্ধ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার করা যায়।

মাহিন : বাড়িতেও কি পরিবারকে সচেতন করা যায়?

রায়হান : অবশ্যই। সবাই মিলে পানি ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন হলে অপচয় কমানো সম্ভব।

মাহিন : বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের কথাও তো বলা হয়।

রায়হান : উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে বৃষ্টির পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাহিন : কৃষিক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের বিষয়টি কীভাবে দেখা উচিত?

রায়হান : প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার এবং দক্ষ সেচপদ্ধতি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

মাহিন : পানি দূষণ রোধও কি পানি সংরক্ষণের অংশ?

রায়হান : অবশ্যই। পানি দূষিত হলে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা কমে যায়।

মাহিন : তাহলে পানি বাঁচানো এবং পানি দূষণ রোধ–দুটিই দরকার।

রায়হান : ঠিক বলেছ। শুধু আজ নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পানি সংরক্ষণ করতে হবে।

মাহিন : চলো, কলেজে পানি অপচয় রোধে সচেতনতামূলক প্রচার করি।

রায়হান : ভালো উদ্যোগ। ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন দিয়েই শুরু করা যায়।

৫৫. বায়ুদূষণ প্রতিরোধে করণীয়

প্রশ্ন: বায়ুদূষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাবিল ও ফাহিমের মধ্যে সংলাপ

নাবিল : ফাহিম, শহরে বায়ুদূষণের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ফাহিম : দূষিত বাতাস পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

নাবিল : বায়ুদূষণের প্রধান কারণ কী কী?

ফাহিম : যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্পকারখানার নির্গমন, নির্মাণকাজের ধুলা ও বর্জ্য পোড়ানো এর বিভিন্ন উৎস।

নাবিল : সাধারণ মানুষ কীভাবে দূষণ কমাতে সাহায্য করতে পারে?

ফাহিম : অপ্রয়োজনে ব্যক্তিগত যান ব্যবহার না করা, বর্জ্য না পোড়ানো এবং পরিবেশবান্ধব অভ্যাস করা যায়।

নাবিল : গাছ লাগানোরও ভূমিকা আছে নিশ্চয়।

ফাহিম : হ্যাঁ। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক, তবে বায়ুদূষণের উৎস নিয়ন্ত্রণও জরুরি।

নাবিল : নির্মাণকাজের ধুলা কমাতে কী করা যায়?

ফাহিম : নির্মাণসামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

নাবিল : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে সচেতনতা বাড়াতে পারে?

ফাহিম : পরিবেশবিষয়ক আলোচনা, প্রচার ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের মাধ্যমে।

নাবিল : শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে কি বায়ুদূষণ পুরোপুরি কমানো সম্ভব?

ফাহিম : না। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

নাবিল : তথ্যভিত্তিক সচেতনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ফাহিম : সমস্যার কারণ বুঝলে মানুষ কার্যকর ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নিতে পারে।

নাবিল : তাহলে বায়ুর মান রক্ষায় সবার দায়িত্ব আছে।

ফাহিম : ঠিক তাই। পরিষ্কার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার।

৫৬. শব্দদূষণ রোধে সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: শব্দদূষণ রোধে সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

তৌহিদ ও শাওনের মধ্যে সংলাপ

তৌহিদ : শাওন, শব্দদূষণ নিয়ে তুমি কি কখনো সমস্যায় পড়েছ?

শাওন : হ্যাঁ। অতিরিক্ত শব্দ পড়াশোনা ও স্বাভাবিক কাজে মনোযোগে বাধা দিতে পারে।

তৌহিদ : শব্দদূষণের উৎস কী কী?

শাওন : অপ্রয়োজনীয় হর্ন, উচ্চ শব্দে মাইক বা সাউন্ড সিস্টেম এবং নানা ধরনের যান্ত্রিক শব্দ এর উৎস হতে পারে।

তৌহিদ : এটি কমাতে আমাদের কী করা উচিত?

শাওন : প্রয়োজন ছাড়া হর্ন না বাজানো এবং জনসমাগমে শব্দ ব্যবহারে সংযমী হওয়া উচিত।

তৌহিদ : শিক্ষার্থীরা কীভাবে সচেতনতা তৈরি করতে পারে?

শাওন : পোস্টার, আলোচনা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে।

তৌহিদ : সামাজিক অনুষ্ঠানেও কি শব্দের সীমা ও সময়ের বিষয়টি মানা উচিত?

শাওন : অবশ্যই। আনন্দ করতে গিয়ে অন্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অসুবিধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

তৌহিদ : শব্দদূষণ রোধে আইন মানার গুরুত্ব কতটা?

শাওন : খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্ধারিত নিয়ম মেনে চললে অপ্রয়োজনীয় শব্দ কমানো সহজ হয়।

তৌহিদ : এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানও প্রয়োজন।

শাওন : হ্যাঁ। নিজের আনন্দের পাশাপাশি অন্যের শান্তি ও অধিকার বিবেচনা করতে হবে।

তৌহিদ : তাহলে শব্দদূষণ শুধু পরিবেশের বিষয় নয়, সামাজিক আচরণেরও বিষয়।

শাওন : ঠিক তাই। সচেতন ও দায়িত্বশীল আচরণে শব্দদূষণ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

তৌহিদ : চলো, আমাদের কলেজে এ বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক আয়োজন করি।

শাওন : খুব ভালো। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই সচেতনতার বার্তা আরও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।

৫৭. পরিচ্ছন্ন নগর গঠনে নাগরিক দায়িত্ব

প্রশ্ন: পরিচ্ছন্ন নগর গঠনে নাগরিক দায়িত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

রাফি ও ইমনের মধ্যে সংলাপ

রাফি : ইমন, পরিচ্ছন্ন শহর গঠনে নাগরিকের ভূমিকা কী?

ইমন : যত্রতত্র ময়লা না ফেলা এবং নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলা নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব।

রাফি : শুধু নিজের বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখলেই কি যথেষ্ট?

ইমন : না। জনসাধারণের স্থানও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।

রাফি : বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের সচেতনতা দরকার?

ইমন : বর্জ্য কমানো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস আলাদা করা এবং নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস দরকার।

রাফি : শিক্ষার্থীরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

ইমন : পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

রাফি : রাস্তায় ময়লা দেখলে কী করা উচিত?

ইমন : সম্ভব হলে যথাযথ বর্জ্যপাত্রে ফেলা এবং অন্যদেরও ময়লা না ফেলতে উৎসাহিত করা যায়।

রাফি : শুধু নাগরিক সচেতনতাই কি যথেষ্ট?

ইমন : না। কার্যকর বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

রাফি : তাহলে নাগরিক ও কর্তৃপক্ষ–দুই পক্ষের সহযোগিতা দরকার।

ইমন : অবশ্যই। একটি পরিচ্ছন্ন নগর যৌথ দায়িত্বে গড়ে ওঠে।

রাফি : পরিচ্ছন্নতা কি শুধু সৌন্দর্যের জন্য?

ইমন : না। এটি স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নাগরিক জীবনযাত্রার মানের সঙ্গেও যুক্ত।

রাফি : তাহলে নিজের অভ্যাস পরিবর্তন দিয়েই শুরু করা উচিত।

ইমন : ঠিক তাই। ছোট ছোট দায়িত্বশীল আচরণ মিলেই পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে উঠতে পারে।

৫৮. গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ও ভদ্র আচরণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ও ভদ্র আচরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

মাহিন ও সাকিবের মধ্যে সংলাপ

মাহিন : সাকিব, গণপরিবহনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কেন জরুরি?

সাকিব : অনেক মানুষ একসঙ্গে চলাচল করে বলে নিয়ম না মানলে বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা তৈরি হয়।

মাহিন : যাত্রীদের কী ধরনের ভদ্র আচরণ করা উচিত?

সাকিব : সারিতে দাঁড়ানো, অন্যকে ধাক্কা না দেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আসন ছেড়ে দেওয়ার মতো আচরণ করা উচিত।

মাহিন : বয়োজ্যেষ্ঠ বা বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন যাত্রীদের ক্ষেত্রে কী করা উচিত?

সাকিব : সুযোগ থাকলে তাঁদের বসতে বা নিরাপদে চলাচল করতে সহযোগিতা করা উচিত।

মাহিন : বাসে উচ্চস্বরে কথা বলা বা শব্দ করা কেমন?

সাকিব : অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হলে তা এড়িয়ে চলা উচিত।

মাহিন : গণপরিবহনের পরিচ্ছন্নতাও কি যাত্রীর দায়িত্ব?

সাকিব : অবশ্যই। ভেতরে ময়লা ফেলা বা সম্পদ নষ্ট করা উচিত নয়।

মাহিন : ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা দরকার।

সাকিব : হ্যাঁ। নির্ধারিত ভাড়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলা উচিত।

মাহিন : শৃঙ্খলা মানলে কি যাতায়াত আরও সহজ হয়?

সাকিব : অবশ্যই। সবাই নিয়ম মানলে সময় ও ঝামেলা দুটোই কমে।

মাহিন : তাহলে গণপরিবহনে ভদ্রতা আসলে নাগরিক সংস্কৃতির অংশ।

সাকিব : ঠিক তাই। অন্যের অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্মান দেখানোই ভালো নাগরিক আচরণ।

৫৯. সড়ক নিরাপত্তায় শিক্ষার্থীদের সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: সড়ক নিরাপত্তায় শিক্ষার্থীদের সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

নাঈম ও রিদয়ের মধ্যে সংলাপ

নাঈম : রিদয়, সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া কেন জরুরি?

রিদয় : প্রতিদিন অনেক শিক্ষার্থী সড়ক ব্যবহার করে। তাই নিরাপদ চলাচলের নিয়ম জানা প্রয়োজন।

নাঈম : রাস্তা পার হওয়ার সময় কী করা উচিত?

রিদয় : নির্ধারিত স্থান বা নিরাপদ পথ ব্যবহার করে চারপাশ দেখে সতর্কভাবে রাস্তা পার হওয়া উচিত।

নাঈম : চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে হঠাৎ রাস্তা পার হওয়া কি ঠিক?

রিদয় : না। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে।

নাঈম : সড়কে চলার সময় মোবাইল ব্যবহার করা কেমন?

রিদয় : মনোযোগ নষ্ট হতে পারে, তাই চলার সময় মোবাইল ব্যবহারে সতর্ক থাকা উচিত।

নাঈম : সাইকেল চালানোর সময় কী ধরনের সতর্কতা দরকার?

রিদয় : সড়কের নিয়ম মানা, নিরাপদভাবে চলা এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

নাঈম : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কী করতে পারে?

রিদয় : সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক আলোচনা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে।

নাঈম : শুধু শিক্ষার্থীদের সচেতন হলেই কি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হবে?

রিদয় : না। চালক, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ—সবার দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োজন।

নাঈম : তাহলে সড়ক নিরাপত্তা একটি যৌথ দায়িত্ব।

রিদয় : ঠিক তাই। নিয়ম মানা ও সতর্ক থাকার মাধ্যমে সবাই নিরাপদ চলাচলে ভূমিকা রাখতে পারে।

৬০. সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন: সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সুমন ও আরমানের মধ্যে সংলাপ

সুমন : আরমান, সামাজিক সম্প্রীতি বলতে কী বোঝ?

আরমান : ভিন্ন মত ও বৈচিত্র্যের মানুষদের পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যায়।

সুমন : সহনশীলতা কেন প্রয়োজন?

আরমান : সব মানুষের মত, অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তাই ভিন্নতা মেনে নিয়ে সম্মানজনকভাবে চলতে হয়।

সুমন : মতভেদ হলে কী করা উচিত?

আরমান : যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ এড়িয়ে চলা উচিত।

সুমন : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ কি?

আরমান : হ্যাঁ। সেখানে দ্রুত মতামত প্রকাশ হয়, তাই ভাষা ও আচরণে সংযম প্রয়োজন।

সুমন : অন্যের মতের সঙ্গে একমত না হলে কি তাকে অসম্মান করা যায়?

আরমান : না। মতের বিরোধ ও ব্যক্তিগত অসম্মান এক বিষয় নয়।

সুমন : শিক্ষার্থীরা কীভাবে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারে?

আরমান : সহপাঠীদের সম্মান করে, সহযোগিতা করে এবং বিভেদ সৃষ্টি করে এমন আচরণ এড়িয়ে।

সুমন : পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

আরমান : তারা পারস্পরিক সম্মান, মানবিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণের শিক্ষা দিতে পারে।

সুমন : সামাজিক সম্প্রীতি কি দেশের উন্নয়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত?

আরমান : অবশ্যই। শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সমাজে উন্নয়নের কাজ সহজ হয়।

সুমন : তাহলে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই আমাদের শক্তি।

আরমান : ঠিক তাই। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সুন্দর সমাজের ভিত্তি।

৬১. **স্বাধীনতা দিবস পালন করা নিয়ে শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি করো।**

শিক্ষক : প্রতিবছরের মতো এ বছরও আমাদের কলেজে ২৬ মার্চ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আগামীকাল থেকে অনুষ্ঠানের মহড়া চলবে। তোমাদের সবার অংশগ্রহণ করা চাই।

কামাল : স্যার, নাটক হবে না?

শিক্ষক : অবশ্যই হবে। তোমাদের সাইদুর স্যার 'আবার ৭১' নামে একটা নাটিকা লিখেছেন। উনিই নির্দেশনা দেবেন।

জামাল : স্যার, সবাই কি নাটক করতে পারবে?

শিক্ষক : অবশ্যই। তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে তারপর চরিত্র অনুযায়ী তোমাদেরকে নাটকের মহড়ায় নেওয়া হবে।

অপু : স্যার, আমি কিন্তু নাচ আর দেশাত্মবোধক গান করব।

নুরু : আমি পল্লিগীতি আর ভাওয়াইয়া গান করব। পারলে নাটকের দলেও থাকতে চাই।

শিক্ষক : অবশ্যই তোমাদের পছন্দমতো বিভাগে অংশগ্রহণ করবে। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ৭ মার্চের ভাষণ জানো?

জামাল : আমি জানি স্যার।

শিক্ষক : বলো তো শুনি।

জামাল : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।'

শিক্ষক : ঠিক আছে, তবে আরও আছে। আমার কাছ থেকে ক্লাসের পর লিখে নিয়ে যেয়ো। আগামীকাল মহড়া শুরুর আগে সবাইকে পড়ে শোনাতে হবে। আজ তাহলে ক্লাস শেষ।

সবাই : ধন্যবাদ স্যার।

৬২. বইমেলা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ উপস্থাপন করো।

অথবা, **একুশে বইমেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।** [কু. বো. '১৭]

রাতুল : এবার বইমেলায় এসে খুব ভালো লাগছে, কী বলিস?

মিতুল : হ্যাঁ, আমারও ভালো লাগছে। চারদিকে বেশ খোলামেলা পরিবেশ।

রাতুল : প্রকাশনীগুলো বেশ জায়গা নিয়ে অবস্থান করতে পারছে।

মিতুল : এজন্য পাঠকরাও স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে ঘুরে পছন্দের বই দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

রাতুল : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আরও আগে থেকেই বইমেলাটি সম্প্রসারিত হওয়া জরুরি ছিল।

মিতুল : ঠিক, আগে পাঠকদের লম্বা লাইন দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ঢুকতে হতো।

রাতুল : মাঝে মাঝে শাহবাগ চত্বর পর্যন্ত লাইন লম্বা হয়ে উঠত।

মিতুল : পাঠকদের সময় ও শক্তি ক্ষয় হতো অকারণে।

রাতুল : শুধু কি তাই? অনেক পাঠক শুধু ভিড়ের কারণে মেলায় যেতে অনাগ্রহী হয়ে উঠত।

মিতুল : তার ওপর ছিল ধুলোর উপদ্রব। শান্তিতে বই দেখার উপায় পর্যন্ত ছিল না।

রাতুল : এবার কিন্তু বইও প্রকাশিত হয়েছে অনেক।

মিতুল : তুই কী কী বই কিনেছিস?

রাতুল : আমি বেশ কিছু কবিতা আর উপন্যাসের বই কিনেছি। বিশেষ করে, তরুণ লেখকদের বই কিনেছি।

মিতুল : আমি অবশ্য উপন্যাসই বেশি কিনেছি, কয়েকটা প্রবন্ধের বইও সংগ্রহ করেছি।

রাতুল : খুব ভালো।

মিতুল : চল তাহলে আমরা পাশের রেস্তোরাঁ থেকে কিছু হালকা খাবার খেয়ে নিই।

রাতুল : ঠিক আছে, চল।

৬৩. 'মাদককে না'– এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

সাজ্জাদ : কেমন আছিস অনিক?

অনিক : ভালো। তুই কেমন আছিস?

সাজ্জাদ : ভালো আছি। কিন্তু মনটা ভালো নেই।

অনিক : কেন? কী হয়েছে?

সাজ্জাদ : আর বলিস না। আমার ছোটো ভাই সাব্বিরের কথা তো জানিস।

অনিক : ও কি নেশার টাকার জন্য আবার বাজে আচরণ করেছে?

সাজ্জাদ : সেটা তো প্রতিদিনই করছে। বুঝতে পারছি না কী করব।

অনিক : অথচ দেখ, সাব্বির একসময় কত মেধাবী ছিল। নেশার পাল্লায় পড়ে সব গেল।

সাজ্জাদ : হ্যাঁ, কয়েক দিন ধরে সেকথাই ভাবছি। এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল। তারপর কলেজে ভর্তি হয়ে নেশাখোর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এইচএসসিতে রীতিমতো ফেল করে বসল। এরপর নেশার মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

অনিক : খুবই দুঃখজনক। এভাবে আমাদের মেধাবী ছেলেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে শুধু মাদকের কারণে।

সাজ্জাদ : এজন্য মাদকের বিরুদ্ধে সবার সচেতন থাকা উচিত। বিশেষ করে, পরিবারের এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা দরকার।

অনিক : তোরা তো সাব্বিরের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন ছিলি না।

সাজ্জাদ : হ্যাঁ, গ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবা ওকে শহরের কলেজে ভর্তি করল। তারপর একটা হোস্টেলে ছিল। ওখানে বাজে ছেলেদের সঙ্গে ওর সখ্য গড়ে ওঠে।

অনিক : এজন্য নিয়মিত ওর খোঁজখবর রাখা জরুরি ছিল। তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতো না।

সাজ্জাদ : ঠিক বলেছিস। এখন চেষ্টা করছি ওকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে। জানি না কতটা সফল হব।

অনিক : সফল হতেই হবে। সাব্বির যেন ভালো পথে ফিরে আসে এবং অন্য কেউ যেন এ পথে না যায় এর জন্য পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা আবশ্যক।

সাজ্জাদ : তাই যেন হয়।

অনিক : আসি তাহলে। ভালো থাকিস।

সাজ্জাদ : আল্লাহ হাফেজ।

৬৪. বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ তৈরি করো।

আহনাফ : হ্যালো, রাফিদ!

রাফিদ : বল আহনাফ, কেমন আছিস?

আহনাফ : খুবই বাজে অবস্থায় আছি।

রাফিদ : কেন? কী হয়েছে?

আহনাফ : পরশু থেকে এইচএসসি পরীক্ষা, অথচ সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ নেই। ভালোভাবে পড়াশোনাই করতে পারছি না।

রাফিদ : আমারও তো একই অবস্থা। এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে তো দুই ঘণ্টা উধাও।

আহনাফ : এভাবে কি পড়াশোনা করা যায়, বল?

রাফিদ : আমি তো এক ডজন মোম কিনে রেখেছি। বিদ্যুৎ গেলেই জ্বালিয়ে দিই।

আহনাফ : আমিও মোম কিনেছি। কিন্তু বিদ্যুতের আলো ছাড়া আমি তো চোখেই দেখি না।

রাফিদ : আমারও পড়তে কষ্ট হয়। কিন্তু কী করব বল? পরীক্ষা তো দিতেই হবে।

আহনাফ : হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বন্ধ থাকলেও পরীক্ষা তো বন্ধ থাকে না।

রাফিদ : তাই আমরা অল্প আলোতে চোখের ক্ষতি করে হলেও পড়তে বাধ্য।

আহনাফ : তুই রাত কয়টা পর্যন্ত জেগে থাকবি?

রাফিদ : পড়া তো অনেক বাকি এখনো। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় এখন তো ঘুম ঘুম লাগছে।

আহনাফ : আমারও তো মাঝরাত পর্যন্ত পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন যে ঘুম আসছে।

রাফিদ : কিন্তু ঘুমানো যাবে না। জোর করে হলেও চোখ খোলা রাখতে হবে।

আহনাফ : এজন্য তো কয়েকবার চা-ও পান করলাম। যাতে ঘুম না আসে।

রাফিদ : ভালো কথা মনে করেছিস। আমিও তাহলে চা খেয়ে নিই।

আহনাফ : ঠিক আছে তাহলে। ভালো থাকিস।

রাফিদ : তুইও ভালো থাকিস। খোদা হাফেজ।

৬৫. জনজীবনে ইন্টারনেটের সুফল-কুফল বিষয়ে পিতাপুত্রের মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

বাবা : কিরে মিলু, ঘুমাস নাই?

মিলু : না বাবা, ঘুমাই নাই।

বাবা : তোর রুমে এখনো লাইট জ্বলছে?

মিলু : একটু নেট ব্রাউজ করছি।

বাবা : রাত ১২টা বাজে। এখন শুয়ে পড়।

মিলু : বাবা, আধ ঘণ্টা পরে শুয়ে পড়ব।

বাবা : সকালে উঠতে হবে।

মিলু : একটা অ্যাসাইনমেন্টের কাজ করছি।

বাবা : কেন, বইপত্র নাই?

মিলু : না বাবা, স্যারের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টটি বইয়ে পাচ্ছি না। নেটে দেখছি পাওয়া যায় কি না?

বাবা : ঠিক আছে, খুঁজে দেখ। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়িস।

মিলু : ঠিক আছে বাবা, তুমি আর মা শুয়ে পড়ো।

বাবা : (মায়ের সাথে) আজকাল ছেলেমেয়েরা কী যে সারাদিন নেট ঘাঁটাঘাঁটি করে কিছু বুঝি না। বইও কেনে আবার নেটও দেখে। মাঝে মাঝে এটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রতিদিন রাত-বিরাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী করে

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

বোঝা মুশকিল। বুঝেছ মিলুর মা, নেটের সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও আছে। ছেলের দিকে একটু খেয়াল রেখো।

৬৬. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল-কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কথোপকথন লেখো।

অয়ন : তোর বাসায় ব্রডব্যান্ডের স্পিড কেমন?

আমিন : ৫১২ রেগুলার; মাঝে মাঝে বাড়ে। আমি খুব একটা ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করি না। আমার ওয়াইম্যাক্স আছে।

অয়ন : ওয়াইম্যাক্সে ভালো স্পিড পাস?

আমিন : হ্যাঁ দোস্ত; মাঝে মাঝে সারারাতই ফেসবুক, ইউটিউব চলতে থাকে।

অয়ন : যদিও তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার; তারপরও আমার কাছে বিষয়টা ভালো লাগল না। এভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার মোটেও ভালো না।

আমিন : শিক্ষামূলক কাজ পরেও করা যাবে, কিন্তু এখন তো মজা করতে হবে।

অয়ন : না রে, ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার না হলে সেটা ক্ষতির কারণ হয়। তোর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস? কালো দাগ পড়ে গেছে।

আমিন : তাহলে কি ব্যবহার বন্ধ করে দেবো?

অয়ন : তা তো বলিনি; গঠনমূলক কাজে বেশি ব্যবহার করবি।

আমিন : বুঝিনি; একটু সহজ করে বল।

অয়ন : যেমন ধর, সমস্ত বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে; তুই এটা নিয়ে পড়তে পারিস। অথবা ভূমিকম্প নিয়ে পড়তে পারিস; যেহেতু আমরা এখন ভূমিকম্পের আতঙ্কের মধ্যে আছি।

আমিন : এগুলো তো সারাদিনই টিভিতে দেখায়। এগুলো নিয়ে আবার পড়ার কী আছে?

অয়ন : আচ্ছা তোর যা জানতে ইচ্ছে করে তাই নিয়েই পড়িস। মোটকথা ভালো কিছু জানার জন্য, শেখার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার কর।

আমিন : আর আনন্দের জন্য কী করব?

অয়ন : আনন্দের জন্যও ব্যবহার করবি; তবে সেটা নিজের ক্ষতি না করে।

আমিন : গলা তো শুকিয়ে গেল; চল একটু চা খাই।

অয়ন : চল, রফিক ভাইয়ের চা-টা ফাটাফাটি। ওখানে গিয়েই খাই।

৬৭. 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

সাইদ : পরীক্ষার তো আর বেশিদিন বাকি নেই। প্রস্তুতি কেমন বন্ধু?

মোস্তাক : আর বলিস না। প্রস্তুতি নেব কীভাবে। ঠিকমতো ক্লাস হলো না। সিলেবাস শেষ হলো না। এখন কী পরীক্ষা দেবো বুঝতে পারছি না।

সাইদ : আমারো একই অবস্থা। এ বছর কলেজে তেমন ক্লাসই হলো না। ক্যাম্পাস খুললেই মারপিট আর দাঙ্গাহাঙ্গামা। এরপর কলেজ বন্ধ। এভাবে কী লেখাপড়া হয়।

মোস্তাক : সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আমরা শিক্ষাঙ্গনে যে মূল্যবোধ ও আদর্শ শিখতে এসেছি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। শিক্ষক ও ছাত্রের যে সম্পর্ক থাকার কথা ছিল সেটাও পাইনি।

সাইদ : হ্যাঁ, তুই সত্যি কথাই বলেছিস। এইতো সেদিন কলেজে এক সিনিয়র ভাই একজন শিক্ষককে ক্ষমতার দাপটে একটি কক্ষে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে।

মোস্তাক : কেন তুই কী ভুলে গেলি সাঈদ, গত বছর দুই দল ছাত্রের মধ্যে তুমুল মারামারি হয়েছিল। শিক্ষকরা মীমাংসা করতে গেলে দুই জন শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রায় একমাস কলেজ বন্ধ ছিল।

সাইদ : এভাবে অস্থিরতা ও অসন্তোষ চলতে থাকলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সুনাগরিক বের হওয়ার পরিবর্তে দুর্নীতিপরায়ণ নাগরিক বের হবে।

মোস্তাক : আমারো তাই মনে হচ্ছে। এসব বন্ধে সবার আরও সচেতন হওয়া পয়োজন।

সাইদ : কিছু অসাধু ব্যক্তি ছাত্রদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে; তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে।

মোস্তাক : শুধু কি তাই? নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে ছাত্ররা খুনোখুনিতে জড়াচ্ছে।
সাইদ : আমার মনে হয় পরিবার থেকেই ছাত্রদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।
মোস্তাক : আমারও তাই ধারণা, পরিবার থেকেই তার সূচনা করতে হবে।
সাইদ : ঠিক আছে। ভালো থাক।
মোস্তাক : তুইও ভালো থাকিস।

৬৮. ছাত্রজীবনে সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো।

স্যার : জাহিদ, তোমার দেরি হলো কেন?
জাহিদ : যানজটে আটকা পড়েছিলাম স্যার।
স্যার : আসার কথা ছিল কটায়?
জাহিদ : স্যার ৬টায়।
স্যার : তুমি কয় মিনিট দেরি করেছ?
জাহিদ : ২২ মিনিট।
স্যার : তুমি কী জানো এই ২২ মিনিটের মূল্য কত? উন্নত বিশ্বে প্রতি মুহূর্তের দাম দেওয়া হয়। কারণ ওরা জানে, সময় একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসবে না এবং যে যত বেশি সময়ের মূল্য দেবে সে তত বেশি উন্নত হবে।
জাহিদ : আমাদের তো এরকম ব্যাপারে অভ্যাস হয়ে গেছে স্যার।
স্যার : অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে আর আমরা নিজেরা নিজেদের তাড়না থেকে যদি সচেতন না হই তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে কী করে বলো?
জাহিদ : আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। এখন থেকে আমি সময় সচেতন হওয়ার চেষ্টা করব।
স্যার : আর মনে রাখবা, যারা সময়ের মূল্য বোঝে কাজ করে গেছে তারা আজ পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছে।
জাহিদ : জি, স্যার।

৬৯. 'সাইবারক্রাইম' নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

অরিত্র : হ্যালো আরিফ, কেমন আছ?
আরিফ : ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?
অরিত্র : ভালো। কিন্তু মনটা খুব এলোমেলো হয়ে আছে।
আরিফ : কেন? কী হয়েছে?
অরিত্র : আর বোলো না। গতকাল ফেসবুকে ঢুকে দেখলাম, আমার নাম ও ছবি ব্যবহার করে একজন উলটাপালটা বিভিন্ন স্ট্যাটাস দিয়ে যাচ্ছে।
আরিফ : বলো কী! বিষয়টা তো খুবই গুরুতর।
অরিত্র : হ্যাঁ, সেজন্যই তো মনটা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।
আরিফ : বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা এখন খুবই উদ্‌বেগজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।
অরিত্র : ঠিকই বলেছ। বিশেষ করে নিরীহ সহজ-সরল মেয়েরা এর শিকারে পরিণত হয়।
আরিফ : ধর্মকে ব্যবহার করেও কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এখন সাইবারক্রাইম ঘটাচ্ছে।
অরিত্র : সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর অধিকাংশই ঘটেছে সাইবারক্রাইমের মাধ্যমে।
আরিফ : ফটোশপের মাধ্যমে ছবি বিকৃত করে অনেক মানুষকে নাজেহাল করা হচ্ছে।
অরিত্র : ফলে সামাজিকভাবে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
আরিফ : অনেকের সম্মানহানি ঘটছে; ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে।
অরিত্র : অনেকের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ছে।
আরিফ : তুমি কিন্তু সতর্ক থেকো। প্রয়োজনে সাইবার আইনে মামলার প্রস্তুতি নাও।
অরিত্র : ঠিক আছে। আমি আরও অভিজ্ঞ কয়েকজনের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা নেবো।
আরিফ : ঠিক আছে তাহলে। খোদা হাফেজ।
অরিত্র : আল্লাহ হাফেজ।

৭০. বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

শিক্ষক : শুভ সকাল রাসেল।

ছাত্র : আস্‌সালামু আলাইকুম স্যার। শুভ সকাল।

শিক্ষক : আচ্ছা বলো তো রাসেল, পৃথিবীতে যদি বৃক্ষ না থাকত তাহলে কেমন হতো?

ছাত্র : পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত স্যার।

শিক্ষক : আর কী হতো?

ছাত্র : পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেত।

শিক্ষক : ঠিক বলেছ। আরও বড়ো একটা সমস্যা হতো।

ছাত্র : সেটা কী স্যার?

শিক্ষক : আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় যে অক্সিজেন তা কিন্তু আমরা বৃক্ষ থেকেই পাই। আর আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডও বৃক্ষ শোষণ করে নেয়।

ছাত্র : তাহলে তো স্যার বৃক্ষ আমাদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু।

শিক্ষক : অবশ্যই। অথচ দেখো, এই বন্ধুর প্রতিই আমরা সবচেয়ে বিরূপ। আমরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধন করছি। বন কেটে উজাড় করে ফেলছি।

ছাত্র : খুবই দুঃখজনক স্যার।

শিক্ষক : তুমি কি জানো, একটা দেশের জন্য কত শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন?

ছাত্র : না স্যার।

শিক্ষক : ২৫ শতাংশ। অথচ আমাদের দেশে এখন প্রয়োজনের অর্ধেকও বনভূমি নেই।

ছাত্র : তাহলে তো স্যার আমরা খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আছি।

শিক্ষক : ঠিক তাই। তাই আমাদের বৃক্ষরোপণের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আর সাধারণ মানুষকেও এ বিষয়ে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

ছাত্র : স্যার, আমি কাল থেকেই বাড়িতে গাছ লাগানো শুরু করব।

শিক্ষক : তাহলেই আমরা পাবো একটি সবুজ-শ্যামল দেশ ও নির্মল পরিবেশ।

ছাত্র : অনেক ধন্যবাদ স্যার।

৭১. প্রিয় খেলোয়াড় নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ তৈরি করো।

রাফসান : হ্যালো, কায়সার?

কায়সার : কিরে রাফসান, কেমন আছিস?

রাফসান : খুব ভালো আছি। গতকাল বার্সেলোনার হয়ে মেসি দুটো গোল করেছে। এরপর কী ভালো না থেকে পারি!

কায়সার : হ্যাঁ, তা তোর ফোন পেয়েই আমি বুঝতে পেরেছি।

রাফসান : কেন, তুই বুঝি খুশি হতে পারিসনি?

কায়সার : মেসির খেলা আমারও ভালো লাগে। কিন্তু তোর মতো আমি ওর অতটা পাগলের ন্যায় ভক্ত না।

রাফসান : সেটা হতে পারে। কিন্তু মেসি যে একজন ফুটবল-জাদুকর, সেটা তো তোকে স্বীকার করতেই হবে।

কায়সার : সেটা অস্বীকার করছি না। মেসি অবশ্যই এক অনন্য ফুটবলার। কিন্তু দেখ দেশের হয়ে বিশ্বকাপে ও কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ।

রাফসান : সেটার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কয়েকটা ম্যাচ খারাপ করলেই সে খারাপ হয়ে যায় না।

কায়সার : কিন্তু সে যে পেনাল্টি মিস করেছে কিংবা খারাপ খেলেছে, সেটা তো মিথ্যা নয়।

রাফসান : মিথ্যা তো বলছি না। কিন্তু দেখ, বিশ্বকাপেও সে কিন্তু কয়েকটি ম্যাচে ভালো খেলেছে। এমনকি যে কয়টি খেলায় আর্জেন্টিনা জিতেছে সেখানে কিন্তু ওর একটি বড়ো ভূমিকা ছিল।

কায়সার : সেটা ছিল। কিন্তু ও যদি স্বভাবসুলভ খেলাটা প্রত্যেক ম্যাচেই খেলতে পারত তাহলে কিন্তু আর্জেন্টিনার ঘরেই বিশ্বকাপটা যাওয়ার কথা।

রাফসান : একদিন অবশ্যই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। তবে বার্সেলোনায় সহখেলোয়াড় হিসেবে সে যাদের পায়, বিশ্বকাপে তো সেটা সম্ভবপর নয়।

কায়সার : তা অবশ্য ঠিক। তারপরও তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

রাফসান : ইনশাল্লাহ একদিন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

কায়সার : তাই যেন হয়।

৭২. ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ নিয়ে জনৈক ড্রাইভারের সাথে একজন ট্রাফিক কর্মকর্তার সংলাপ তৈরি করো।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। সিগন্যাল দেওয়ার পরও গাড়ি থামাচ্ছ না কেন?

ড্রাইভার : সরি স্যার। আর ভুল হবে না।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : তোমাদের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণেই আজকাল সড়ক দুর্ঘটনা এতটা বেড়ে গেছে।

ড্রাইভার : স্যার, খালি আমাদের দোষ দিলে কী হবে? রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখছেন স্যার?

ট্রাফিক কর্মকর্তা : কেন? রাস্তাঘাট তো ভালোই আছে।

ড্রাইভার : স্যার, যেসব রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেই রাস্তাগুলো বেশি চওড়া না। আর কিছু ডেঞ্জারাস মোড় আছে, সেই মোড়ে খেয়াল না রাখলেই বিপদ।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : এই যে এখন আসল কথা বলছ। ড্রাইভারকে অবশ্যই আরও সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

ড্রাইভার : স্যার, কিছু কিছু ড্রাইভার আছে যারা উলটাপালটা গাড়ি চালায়। কিন্তু তাই বলে সবাই এ রকম না।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : রাতে গাড়ি চালানোর সময় তোমাদের অনেক ড্রাইভার তো রীতিমতো ঘুমায়।

ড্রাইভার : ধরেন যারা রাতে গাড়ি চালায় তারা অনেকেই দিনে ঠিকমতো ঘুমায় না। তাহলে তো রাতে ঘুম আসবেই।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : অনেক ড্রাইভার প্রতিযোগিতা করে আগে যেতে চায়। এদের কারণে অনেক গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। আর যারা হেলপার দিয়ে গাড়ি চালায় তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত না?

ড্রাইভার : স্যার, এই হেলপারই তো একদিন পাকা ড্রাইভার হয়ে যায়।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : মানুষের জীবন শেষ করে ওর পাকা ড্রাইভার হওয়ার দরকার কী? ও তো অন্যভাবেও গাড়ি চালানো শিখতে পারে।

ড্রাইভার : তা ঠিক বলেছেন স্যার।

ট্রাফিক কর্মকর্তা : ঠিক আছে সিগন্যাল ছেড়েছে। তুমি যাও আর সচেতনভাবে গাড়ি চালাবে।

ড্রাইভার : ঠিক আছে স্যার। আস্‌সালামু আলাইকুম।

৭৩. সংবাদপত্র পাঠের উপকারিতার ওপর দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

পিনু : সকালে বাসা থেকে বেরোতে দেরি করিস কেন?

নীলু : আসলে বন্ধু সকালে একটু পত্রিকাটা না পড়ে বেরোলে কেমন যেন খালি খালি লাগে।

পিনু : তুই বুদ্ধিজীবী হবি নাকি?

নীলু : এ কথা বলছিস কেন? এখন দৈনিক পত্রিকায় এমন কিছু বিষয় থাকে যা আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপকারী।

পিনু : পত্রিকায় তো বড়োদের দরকারি খবর থাকে।

নীলু : না না, তোর ধারণাটা ঠিক নয়। পত্রিকায় এখন ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের পড়াশোনার বিষয় এবং প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়।

পিনু : তাই নাকি? দেখিনি তো।

নীলু : তুই কালকেই আমার বাসায় আয়। স্কুলে যাওয়ার আগে দেখে যাবি। পড়াশোনা ছাড়াও খেলার খবর, দেশ-বিদেশের মজার মজার খবর, বিভিন্ন বড়ো বড়ো মানুষের খবর, গল্প ইত্যাদি থাকে। তুই পড়ে আনন্দ পাবি।

পিনু : তুই তো ভালো কথা বললি দোস্ত। ঠিক আছে, কাল থেকে আমিও পত্রিকা পড়ব।

নীলু : পত্রিকা আসলে আমাদের জ্ঞানকে হালনাগাদ করে দেয়।

৭৪. যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ তৈরি করো।

অন্তু : হ্যালো, তমাল।

তমাল : হ্যাঁ বল, কেমন আছিস?

অন্তু : আছি মোটামুটি। কিন্তু মনটা আজ একটুও ভালো নেই।

তমাল : কেন রে? কী হয়েছে?

অন্তু : আমাদের পাশের বাসার ফরিদা খালা আছে না, ওনার মেয়ে আজ আত্মহত্যা করেছে।

তমাল : বলিস কী! কেন?

অন্তু : শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুকের জন্য কয়েক মাস যাবৎ নাকি খুব চাপ দিচ্ছিল। শারীরিকভাবেও নাকি আঘাত করেছে কয়েকবার।

তমাল : খুবই খারাপ খবর। ওনার মেয়ের না বিয়ে হলো মাত্র বছর খানেক আগে।

অন্তু : হ্যাঁ, বিয়ের সময় ফরিদা খালারা মেয়ের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলেন।

তমাল : তারপরও এই অবস্থা?

অন্তু : এরপর ছয় মাস না যেতেই ওরা পাঁচ লাখ টাকার জন্য ফরিদা খালাদের ওপর চাপ দিতে থাকে। না পেয়ে মেয়েকে নানাভাবে অত্যাচার এবং মারধর শুরু করে।

তমাল : মানুষ এতটা নির্মম হয় কী করে বল তো?

অন্তু : আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এখনো মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করা হয় না। তাইতো এই নির্মম অবস্থা।

তমাল : শ্বশুরের পরিবারে নতুন বউকে অন্য চোখে দেখার কারণেই আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

অন্তু : বউকে যদি পরিবারের একজন অপরিহার্য সদস্য মনে করা হয় তাহলে তো এমন হওয়ার কথা নয়।

তমাল : যৌতুকের কারণে কত মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে, কত পিতামাতা যে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে?

অন্তু : কিন্তু এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না।

তমাল : আমাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

অন্তু : জনসচেতনতা সৃষ্টিও এক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

তমাল : ঠিকই বলেছিস।

অন্তু : আজ তাহলে রাখি।

তমাল : ঠিক আছে, ভালো থাকিস।

অন্তু : তুইও ভালো থাকিস।

NABARUN PUBLICATION